২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

# আনন্দলোক



**এক্সক্লুসিভ**

**নীল-তৃণার সংসারে ঝামেলা**

**সাক্ষাতে**

**প্রভাত রায়**
**বাবুল সুপ্রিয়**
**ঋতাভরী চক্রবর্তী**

**স্কার্ট এবং জ্যাকেটের জব্বর কম্বোতে বলি সুন্দরীদের ফোটোশুট**

## আমি রুক্মিণী

‘দেবের গার্লফ্রেন্ড’, এই ট্যাগটা যতটা ভাল লাগার ঠিক ততটাই বিরক্তিকর তাঁর কাছে। অন্য কারও পরিচয় নিয়ে নয়, ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের সোলো আইডেন্টিটি গড়তে বদ্ধপরিকর তিনি। দেবের সঙ্গে বিয়ে, জিতের সঙ্গে কাজ, দেব-শুভশ্রী জুটির ফিরে আসা...সব নিয়ে আনন্দলোক-এর কাছে ধরা দিলেন **রুক্মিণী মৈত্র**

# আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ৩ সংখ্যা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫


## কভার ড্রাইভ



৬

ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের সোলো আইডেন্টিটি গড়তে বদ্ধপরিকর অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। সেই উদ্দেশ্যেই নারীকেন্দ্রিক ছবি 'বিনোদিনী'-তে অভিনয় করেছেন। কেরিয়ার ও ব্যক্তিগতজীবন নিয়ে মনের দরজা খুললেন।

## সাক্ষাতে













## স্টাইলোমিটার ৫৬

স্কার্ট ও জ্যাকেটের জব্বর কম্বোতে বলি নায়িকারা




**সম্পাদক:** কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 3rd
RNI Regd No. 27039/74



■ মনামী ঘোষ ও টোটা রায়চৌধুরী

## পড়তে ভাল লাগে

‘আনন্দলোক পুরস্কার’-এর যে মুহূর্তগুলোর কথা ছবির মতো তুলে ধরা হয়েছে, তা এক কথায় অনবদ্য। পড়তে খুবই ভাল লাগছে। এমনিতেই তারকাদের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানার জন্য মুখিয়ে থাকি। তার উপর যদি একটা অনুষ্ঠানের গল্প এই ভাবে তুলে ধরা হয়, তা হলে তো কথাই নেই। প্রতিটি তারকাদের সুন্দর করে ফ্রেমবন্দি করার জন্য ধন্যবাদ।

**প্রতাপ দে, বহরমপুর**




## ভাবনা ভাল

কভার থেকে মূল অনুষ্ঠান, রেড কার্পেট, পার্টি ও বিভিন্ন মুহূর্ত... যে ভাবে প্রতিটা এবারের সংখ্যায় প্রতিটি বিভাগ সাজানো হয়েছে, তা মনে রাখার মতো। আনন্দলোক পুরস্কার-এ না গেলেও প্রতিটি লেখা পড়ে, তা চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তেমনই সুন্দর ছবি। বিজয়ীদের পাতাগুলো এক কথায় মন ছুঁয়ে যায়।

**রানি সরকার, দুর্গাপুর**

## রেড কার্পেটের মহিমা

আনন্দলোক-এর ১২ ফেব্রুয়ারির সংখ্যা পড়ে ‘আনন্দলোক পুরস্কার’-এর যাবতীয় তথ্য জানতে পারলাম। এক কথায় উপভোগ করলাম। ছবিতেই চোখ আটকে গিয়েছে। এ যেন চাঁদের হাট। প্রত্যেককে আপনারা যেভাবে বইয়ের পাতায় তুলে ধরেছেন, তা প্রশংসাযোগ্য। রেড কার্পেটে সকলের উপস্থিতি তুলে ধরার প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

**বিদিশা দে, যাদবপুর**

## সোহিনীর কথা

আমার প্রিয় অভিনেত্রীদের মধ্যে সোহিনী সরকার একজন। ওঁর সাক্ষাৎকার আগেও পড়েছি। প্রতিটা ছবি মুক্তির আগেই একাধিক সাক্ষাৎকার পড়ি। কিন্তু এখানে প্রশ্নের ধরন একেবারেই আলাদা। নায়িকার অন্দরের কথা এবং অন্তরের কথা, দুই-ই পড়লাম। ভাল লাগল। শুধু তারকাদের কাজ নয়, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও এরকম তথ্য আপনাদের কাছেই পাই।

**মৈত্রী ভৌমিক, হাওড়া**

## বলিউডের খবর

পত্রিকায় বড় বড় খবরের পাশাপাশি বরাবরই আমার নজর থাকে ছোট ছোট বিভাগগুলিতে। যার মধ্যে অন্যতম বলিউডের খবর। এই বিভাগে বলিউডের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোকে তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ। টলি-বলি-হলিতে এরকমই ভিন্ন স্বাদের খবর পড়তে চাই।

**সৃজনী গুহ, মেদিনীপুর**



■ অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

■ দেবলীনা দত্ত

■ রিমঝিম মিত্র



■ সোহিনী সরকার

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
**anandalok@abp.in**


ফোটো: পিক্সেল অ্যামালগাম
মেকআপ: বিথিকা বেনিয়া
হেয়ার: মৌসুমী ছেত্রী
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: ভেদাম
জুয়েলারি: অভমা জুয়েলার্স



# আমি রুক্মিণী

'দেবের গার্লফ্রেন্ড', এই ট্যাগটা যতটা ভাল লাগার ঠিক ততটাই বিরক্তিকর তাঁর কাছে। অন্য কারও পরিচয় নিয়ে নয়, ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের সোলো আইডেন্টিটি গড়তে বদ্ধপরিকর তিনি। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর অভিনীত প্রথম নারীকেন্দ্রিক ছবি 'বিনোদিনী'। কেরিয়ার ও ব্যক্তিগতজীবন নিয়ে মনের দরজা খুললেন **রুক্মিণী মৈত্র**।

সাক্ষী **আসিফ সালাম**

*ভাইরাল ফিভারের জেরে শরীর বেশ দুর্বল। মুখচোখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে একটানা কথা বলার মতো জায়গাতেও নেই তিনি। তবু তারই মধ্যে রাত পোনে এগারোটা নাগাদ, ডিনার সারতে-সারতে সাক্ষাৎকার দিলেন রুক্মিণী মৈত্র*

**আপনি প্রথম থেকেই বলেছিলেন যে, কোনও বক্সঅফিসের কথা ভেবে 'বিনোদিনী' আপনি করছেন না। এর পিছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য, ক্রিয়েটিভ স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা রয়েছে। আপনি কি তৃপ্ত?**

খুবই তৃপ্ত। ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সম্প্রতি। একমাস হয়ে গিয়েছে। গত সপ্তাহেও শো হাউজ়ফুল ছিল। প্রিমিয়ারের দিন, তারপর সোশ্যাল মিডিয়ায়, মানুষের মুখে যে রিভিউ পেয়েছে, তাতে খুব স্যাটিসফায়েড আমরা। ২০১৯-এ আমি এই ছবিটির সঙ্গে যুক্ত হই। তারপর তো অনেক দেরি হয়েছে, অনেকে বলেছেন ছবিটা বন্ধ হয়ে গেছে ইত্যাদি। যাই হোক, সেদিন থেকে একটি বড় উদ্দেশ্যও আমাদের ছিল। তা হল, স্টার থিয়েটারের নামটা যদি বিনোদিনীর নামে করা যায়, এটুকু যেন তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি।

**স্টার থিয়েটারের নাম তো পরিবর্তন হল। সেটা তো আপনিই মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলেন এবং তিনি তাড়াতাড়ি রেসপন্ডও করেছেন। কীভাবে বললেন ওঁকে কথাটা?**

রেসপন্স খুব তাড়াতাড়ি এলেও আমার ওঁকে বলতেই পাঁচ বছর লেগে গেল। নটী বিনোদিনীর কথা আমি আগেই জানতাম, স্টার থিয়েটার যে আমাদের একটা হেরিটিজ প্রপার্টি, সেটাও জানতাম। কিন্তু দুটোর কানেকশনটা জানতাম না। ২০১৯-এ যখন রাম (পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়) আমাকে স্টোরিটা ন্যারেট করে, আমি ভাবলাম এটা কী করে সম্ভব! এত বছরে কেউ স্টার থিয়েটারের নাম পাল্টানোর চেষ্টা করেনি কেন? ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কাগজ পত্রের জটিলতা আছে। আমার মনে আছে ২৮ ডিসেম্বর (২০২৪) আমি শুটে যাচ্ছি, আমার মনে হয় আমি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চার-পাঁচ পাতা লম্বা একটা মেসেজ পাঠাই। পাঠিয়ে ভয়ও পেয়েছিলাম যে এত বড় আস্পর্ধাটা আমার করা উচিত কিনা। SORRY-ও লিখেছিলাম সঙ্গে। সেদিন বিকেল চারটের সময় ফোন করে উনি প্রথমে আমাকে বললেন 'টেক্কা'-তে আমার কাজ ওঁর দারুণ লেগেছে। আমি তো ভাবতেও পারিনি মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করে প্রশংসা করছেন! তারপর স্টার থিয়েটার প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাকে একটু সময় দাও, আমি ডকুমেন্টস দেখি।' আমি ভেবেছিলাম, যেটা ১৪০ বছরে হয়নি, সেটা হতে নিশ্চয়ই দু'-তিন বছর আরও লেগে যাবে। কিন্তু তার দু'দিন পর মুখ্যমন্ত্রী অ্যানাউন্স করেন 'বিনোদিনী থিয়েটার'-এর কথা। আমি তো অবাক! ওঁর নিজেরও নিশ্চয়ই মনে



■ 'বিনোদিনী' রূপে রুক্মিণী

জুগিয়েছি, যে কারণে বাংলায় এখন 'বড় বাজেট'-এর নারীকেন্দ্রিক বেশ কয়েকটি ছবি হচ্ছে, সেটার দরকার ছিল। প্রথমে তো আমরা কলকাতায় ছবিটা করার কথা ভাবিনি। আমার বম্বের প্রডিউসর ছিল। কারণ ওদের কাছে এই বাজেটটা বিরাট কিছু ছিল না। তবে ২০২০-তে কোভিড আসে, ২০২১-এ আবার একটা কোভিড ওয়েভ আসে। ফলে তারা ব্যাকআউট করে। তারপর আমরা ভাবি কলকাতায় এসে প্রডিউসর খুঁজব। রাম অনেক বড় প্রডিউসরদের কাছে গেছে। কেউ বলেছে, এর সঙ্গে একটা হিরোর নাম জুড়ে দিতে, কেউ বলেছে তাদের পছন্দের কোনও অভিনেত্রীকে নিতে। কিন্তু রাম নিজের স্ট্যান্ডে অনড় ছিল। রুক্মিণীই হবে তার বিনোদিনী।

**আপনি বলছেন যে অনেক প্রডাকশন হাউজ় তাদের পছন্দের অভিনেত্রীদের নিয়ে ছবিটা করতে বলেছিল? দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্সের পছন্দের অভিনেত্রী কি প্রথম থেকে আপনি-ই ছিলেন?**

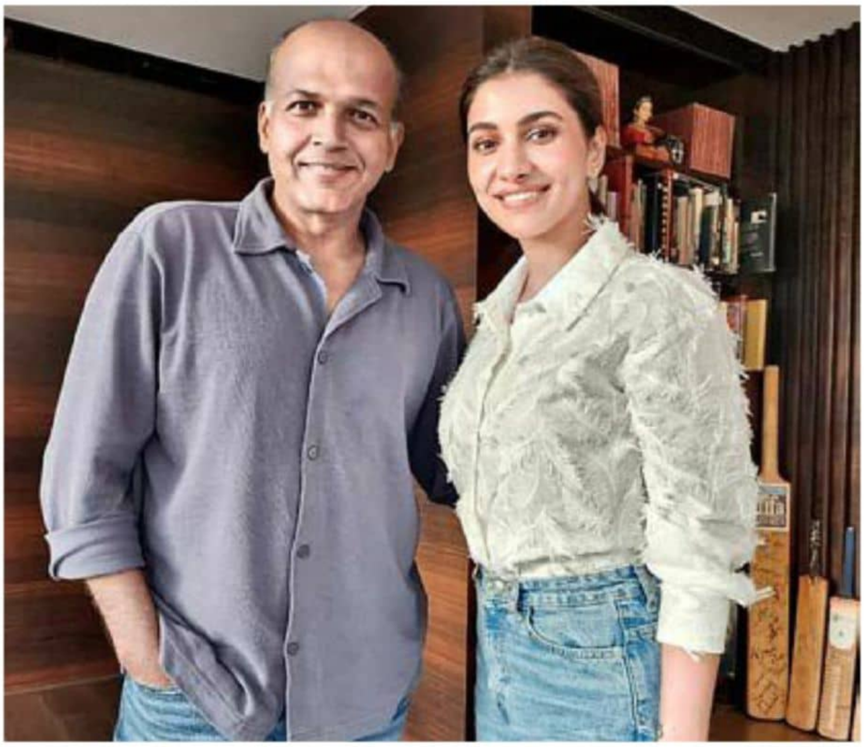
আরে ওটা তো আমারই প্রডাকশন হাউজ়! আমি জানি না লোকে কেন আমাকে ওটার থেকে আলাদা ভাবেন! প্রথম দিন থেকে হয়েছে, এত বছরে এটা হয়নি কেন। সকলের কাছে বড়দিন ২৫ ডিসেম্বর। কিন্তু আমার কাছে ২০২৫-এর ৩০ ডিসেম্বর বড়দিন।

**সারা দেশে বাঙালি মহিলাদের নিয়ে চর্চা হয় যে তাঁরা স্বাধীনচেতা, স্ট্রং। অথচ আপনারা এই ছবিটির জন্য প্রডিউসর পাচ্ছিলেন না। অনেকে রামকমলকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলায় নারীকেন্দ্রিক ছবি চলবে না বলে। এটা কি ইন্ডাস্ট্রির দোষ যে এখনও নারীকেন্দ্রিক ছবির উপর ভরসা তৈরি হচ্ছে না?**

এটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির দোষ নয়। সারা দেশেই এটা সমস্যা। সাউথেও তো তাই। নারীকেন্দ্রিক ছবিকে কেউ বিরাট বাজেট দিতে চায় না। দেখুন 'বাহুবলী' বা 'পুষ্পা'র যা বাজেট, সমান্থা প্রভুর 'শকুন্তলম' কিন্তু সেই বাজেটে তৈরি নয়। ওঁর স্টারডম কি কিছু কম? কিন্তু ওঁর মতো সুপারস্টার নায়িকার ছবিও এত বাজেট পায়নি। এটা ইন্ডিয়ান সোসাইটির প্রবলেম। প্রযোজকরা দেখেছেন যে নায়ককেন্দ্রিক ছবি ব্যবসা এনে দেয়। তাই ওটাই চলে এসেছে। সেদিক থেকে তো বাংলাই পথ দেখালো। আমরা যে সাহসটা



■ 'কিডন্যাপ' ছবির প্রচারে কলকাতা মেট্রোয় রুক্মিণী ও দেব



■ 'বিনোদিনী' দেখার পর রুক্মিণীর সঙ্গে আশুতোষ গোয়াড়িকর



■ মুম্বইতে প্রিয় বন্ধু বিদ্যুৎ জমওয়ালের সঙ্গে

আমি এই প্রডাকশন হাউজ়ের অংশ! অনেক ছবি কো-প্রডিউস করেছি। 'বাঘাযতীন'-ও করেছি...

**তো 'দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স'-এর নাম পরিবর্তন করে নিজের নাম যোগ করার কথা ভাবেননি কেন?**

না, এগুলো কোনওদিন ম্যাটার করেনি আমার কাছে। ইন ফ্যাক্ট যখন নাম ঠিক হচ্ছিল, তখন DEV থেকে Dev Entertainment Ventures এসেছিল, খুব সুন্দরভাবে। আজ এতবছর পর বলছি, দেব যখন 'টলি টেলস' রেস্তরাঁ খুলেছিল, তখন দেব ভাবছিল কী নাম রাখা যায়। আমিই বলেছিলাম 'টলি টেলস' রাখতে। যাই হোক, আপনি হয়তো এই প্রডাকশন হাউজ়ে আমার কমফর্ট জ়োনের কথা বলতে চাইছেন। এই প্রশ্নটা কখনও কোনও নায়ককে কেন করা হয় না? অনেক নায়ক বছরের পর বছর একই প্রডাকশন হাউজ়ের সঙ্গে কাজ করে, অনেক পরিচালকের পছন্দের নায়ক আছে, তাদের রিপিট করে। অনেক হিরো বছরের পর বছর একই নায়িকাদের সঙ্গে কাজ করে। তাদের কিন্তু এই প্রশ্ন করা হয় না। সব হিরো নিজের প্রডাকশন হাউজ় করার আগে একই ছাতার তলায় অনেক বছর কাজ করে গেছে। অনেক নায়িকা তো একই প্রডাকশন হাউজ়ের সিনেমা থেকে শুরু করে সিরিজ়, সবেতেই কাজ করে।

> আমি একটা সম্পর্কে ২০১৩ থেকে রয়েছি এবং সিনেমায় পা রাখা ২০১৭-তে। ফলে আমি সিনেমায় আসব বলে সম্পর্কে জড়াইনি। বরং এই সম্পর্ককে সামনে রেখেই দেব আমাকে সিনেমায় অভিনয় করতে কনভিন্স করেছিল।

**একজন স্বাধীন অভিনেত্রী হিসেবে, ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার ক্ষেত্রে 'দেবের গার্লফ্রেন্ড' ট্যাগটা আপনাকে সুবিধে করে দিয়েছে, নাকি অস্বস্তিতে ফেলেছে?**

কোনওটাই না। প্রথমত, সম্পর্ককে আমি 'ট্যাগ' ভাবি না। কিন্তু আমার সম্পর্ককে আমার 'ট্যাগ' বানিয়ে আমার ডিসঅ্যাডভান্টেজে পরিণত করার চেষ্টা ক্রমাগত চলতে থাকে।

**কীরকম?**

এই যেমন আপনি প্রশ্নটা করলেন। নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ কারণে বা ইন্ডাস্ট্রির কানাঘুষোয় আপনার মাথায় প্রশ্নটা এসেছে। আমি একটা সম্পর্কে ২০১৩ থেকে রয়েছি এবং আমার সিনেমায় পা রাখা ২০১৭-তে। ফলে আমি সিনেমায় আসব বলে সম্পর্কে জড়াইনি। বরং এই সম্পর্ককে সামনে রেখেই দেব আমাকে সিনেমায় অভিনয় করতে কনভিন্স করেছিল। এটা দেবের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ না ডিসঅ্যাডভান্টেজ, সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করুন। আমার ডিরেক্টররা বারবার আমাকে রিপিট করেছে। শৌভিক কুন্ডু, রাহুল মুখার্জি... সেখানেও আমার কৃতিত্বকে খাটো করে দেখানো হয়েছে। এটা যারা আমার অ্যাডভান্টেজ বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলে ভাবে, সেটা তাদের প্রবলেম। কারণ তারা মানুষ রুক্মিণীকে একেবারেই চেনে না।



ফোটো: পিক্সেল অ্যামালগাম
মেকআপ: বিথিকা বেনিয়া
হেয়ার: মৌসুমী ছেত্রী
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
জুয়েলারি: অভমা জুয়েলার্স

**আপনার আর দেবের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে অনবরত কাটাছেঁড়া হচ্ছে... এই বিয়ে হবে কিনা, ব্রেক আপ হয়ে গেল ইত্যাদি। দিনের শেষে আপনারা রক্তমাংসের মানুষ। এই কাটাছেঁড়া আপনাদের সম্পর্ককে কীভাবে এবং কতটা প্রভাবিত করে?**

দেখুন, আমরা যে প্রফেশনে আছি, সেখানে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এই কাটাছেঁড়া যে হবেই, সেটা আমরা জেনেই এসেছি। সম্পর্ক কেন, জীবনে কোনও কিছুই পারফেক্ট হয় না। যদি কেউ বলে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য নেই, তাহলে বুঝবেন সেই সম্পর্কটাই আর নেই। কিন্তু আমরা দু'জনেই খুব প্রাইভেট মানুষ। ঝগড়াঝাটি নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতেই পছন্দ করি। আর যদি খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়, তিনটে শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে নজর নামিয়ে নেব (হাসতে হাসতে), সে যতই লোকে কুসংস্কার বলুক।

**দেব যখনই কোনও নায়িকার সঙ্গে একাধিক কাজ করেছে, সেটা ইশা সাহা হতে পারেন বা এখন ইধিকা পাল, তখনই রব উঠেছে দেব আর রুক্মিণীর মধ্যে ঝামেলা হচ্ছে নিশ্চয়ই। সম্পর্ক বুঝি আর টিকল না। শোনা যায়, রুক্মিণী খুব পোজ়েসিভ হয়ে পড়েন, আপনিও নিশ্চয়ই এগুলো শুনেছেন। এটা চ্যালেঞ্জিং মনে হয় না?**

প্রথমত, আমি বিশ্বাস করি এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে যাতে দেওয়া যায়, তাই ভগবান আমাদের দুটো কান দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আমি সত্যিই কোনও ম্যাগাজিন, গসিপ কলাম পড়ি না। সোশ্যাল মিডিয়ায় কমেন্ট পড়ি না। তবে এই যে আপনি প্রশ্নটা করলেন, এটাও কিন্তু মহিলাদের বিরুদ্ধে সোসাইটির প্রেজুডিস। ধরুন একটা মেয়ে যদি তার বয়ফ্রেন্ডকে ফোন করে জানতে চায়, তুমি খেয়েছ? কী করছ? সেটা কিন্তু নজর রাখার জন্য নয়। ভালবাসার মানুষের গলাটা শোনার জন্যও বটে। কিন্তু মেয়েরা ফোনটা করলে বলা হয়, বাপ রে, কী নজরদারি! আপনি নিজেও দেখেছেন পার্টিতে বা অনুষ্ঠানে দেব ফোন করে জিজ্ঞেস করে, কোথায় আছ, কারা সঙ্গে আছ... তখন কিন্তু বলা হয়, বাবা কী ভালবাসে, বান্ধবীকে চোখে হারায়, কত কেয়ারিং! এটাই পার্থক্য। একই কাজ মেয়ে করলে বলা হবে নজর রাখছে।

**দেবের কোনও ছবি দেখলে মনে হয় না, বিপরীতে আমি থাকলে ভাল হত? বা নায়িকার চরিত্রে আমাকে মানাত বেশি? আপনারও তো প্রত্যাশা থাকতেই পারে...**

হয়, মিথ্যে বলব না। তবে সেটা দেবের ছবির ক্ষেত্রেই শুধু নয়। বক্সঅফিস সাফল্য নিয়ে আমার কোনওদিন খুব মাথাব্যথা থাকে না। কিন্তু কোনও কোনও পারফরম্যান্স দেখে মনে হয়, ইশ এটা আমি যদি করতে পারতাম! আর নায়িকাদের চেয়েও সেটা পুরুষ অভিনেতাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় (হাসতে হাসতে), শুনতে খুব অদ্ভুত লাগছে হয়তো। মনে হয়, এ বাবা এই রোলটা যদি আমি পেতাম! আবীরের সঙ্গে 'সুইটজ়ারল্যান্ড'-এর সেটে কথা হত। এই সেদিন ওর সঙ্গে দেখা হল, ও জিজ্ঞেস করছিল, কী গো, তোমার

> ধরুন একটা মেয়ে যদি তার বয়ফ্রেন্ডকে ফোন করে জানতে চায়, তুমি খেয়েছ? কী করছ? সেটা কিন্তু নজর রাখার জন্য নয়। ভালবাসার মানুষের গলাটা শোনার জন্যও বটে। কিন্তু মেয়েরা ...



■ জিতের সঙ্গে 'বুমেরাং' ছবিতে



■ 'টেক্কা'র সেটে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

নায়কদের সঙ্গে অলিখিত কম্পিটিশনটা বন্ধ হল? যখন 'টেক্কা' বেরোল, তখন আবীরের 'বহুরূপী'-ও রিলিজ় করল। আমি আবীরকে বলছিলাম, দেখে নিয়ো আমি কিন্তু তোমার চেয়ে বেটার পুলিশ হয়ে দেখাব (হাসতে হাসতে)। ধরুন আজ যে দেব 'রঘু ডাকাত' করছে, আই উইশ যে আমি যদি রঘু ডাকাত হতে পারতাম। 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'-তে যখন পরমকে দেখলাম, মনে হল ওর চরিত্রটা যদি আমি করতে পারতাম। এমন চরিত্র দেখলে হিংসে হয় যেখানে অনেক কিছু দেওয়ার আছে।

> যখন 'টেক্কা' বেরোল, তখন আবীরের 'বহুরূপী'-ও রিলিজ় করল। আমি আবীরকে বলছিলাম, দেখে নিয়ো আমি কিন্তু তোমার চেয়ে বেটার পুলিশ হয়ে দেখাব (হাসতে হাসতে)। ধরুন আজ যে দেব 'রঘু ডাকাত' করছে...

**তা হলে আপনি বলছেন, 'রঘু ডাকাত' বা দেবের অন্য ছবিতে নায়িকার চরিত্র নিয়ে আপনার লোভ নেই?**

না নেই। আমার মধ্যে ভাল চরিত্রের লোভ রয়েছে। 'টেক্কা'র যে চরিত্রটা, সেটা ধরুন। বা 'বুমেরাং'-এর রোবট। আমার কেরিয়ারের প্রথমদিকেও কিন্তু তাই ছিল। যখন 'কবীর' করি, আমি কিন্তু নায়িকা নই সেখানে। আমি অ্যান্টাগনিস্ট।

**আপনি তো বললেন ২০১৩ থেকে দেবের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক। তখনকার দেব আর আজকের দেবের মধ্যে কী কী পরিবর্তন লক্ষ করেন?**

২০১৩ কেন, ২০০৭-০৮ থেকে আমি দেবকে চিনি। তারপর আবার পরে আমাদের যোগাযোগ হয়। পরিবর্তন দেবের মধ্যে জীবনের প্রতিটা ধাপে হয়েছে। চিন্তায়, ভাবনায়, মানসিকতায়... আর্টিস্ট হিসেবে তো বটেই। আমিও কি আর সেই ১৫ বছর বয়সি রুক্মিণী, যার সঙ্গে দেবের প্রথমবার দেখা হয়েছিল? আর পাঁচ বছরে তো সরকার পাল্টে যায়, মানুষ পাল্টাবে না?

**আমাদের রাজ্যে তো পাঁচ বছরে সরকার পাল্টায় না। যাই হোক, পরের প্রশ্নে আসি। দেব ও জিতের রেষারেষি তো কিংবদন্তির মতো। সেখানে আপনি যখন 'বুমেরাং'-এ জিতের সঙ্গে কাজ করলেন, অনেকেই চমকে গেছিলেন। সেটা কী করে হ্যান্ডল করলেন?**

এই চমকে যাওয়ার কারণটা বুঝি না। দেব যখন দশটা নায়িকার সঙ্গে কাজ করে, ওকে কেউ এই প্রশ্নটা করে না। কিন্তু আমি যখন আবীর বা জিৎ স্যারের সঙ্গে কাজ করেছি, বিদ্যুৎ জামওয়ালের সঙ্গে কাজ করেছি, লোকে প্রশ্ন করেছে। আবার দেবের সঙ্গে কাজ করলে বলে, আবার দেবের সঙ্গে? তা হলে সারা জীবন 'বিনোদিনী'ই করতে হবে, একাই সব করব! কোনটা করলে যে আলোচনা হবে না, বুঝতেই পারি না।

**সকলেই বলেন, দেব আর জিৎ একসঙ্গে কোনও ছবিতে কাজ করলে তাতে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ঘুরে দাঁড়াবে। আপনি দু'জনকেই কাছ থেকে দেখলেন। বিশেষত জিতের সঙ্গে 'বুমেরাং'-এ কাজ করার পর। দু'জনের ইগো কি বাধা দিচ্ছে আরেকটা 'দুই পৃথিবী' হওয়ার ক্ষেত্রে?**

একেবারেই না। আমি জিৎ স্যারকে 'বুমেরাং' করার অনেক আগে থেকেই কাছ থেকে দেখেছি। 'সুইটজ়ারল্যান্ড' তো ওঁরই প্রযোজনা ছিল। তখন থেকেই আমাদের দারুণ সম্পর্ক। ইন ফ্যাক্ট, কোভিডের সময় যদি ইন্ডাস্ট্রির কারও সঙ্গে আমার ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ থেকে থাকে, তা হলে সেটা জিৎ স্যর। আমার মনে হয়েছে দু'জনেই খুব ইন্টারেস্টেড একসঙ্গে কাজ করতে, ভাল স্ক্রিপ্টের জন্য অপেক্ষা করছেন। দেখুন

'দুই পৃথিবী' যখন হয়েছে, তারপর তো সময় পাল্টেছে। এই সময়কে মাথায় রেখে যদি উপযুক্ত স্ক্রিপ্ট আসে, ওঁরা দু'জনেই কিন্তু কাজটা করবেন। দু'জনের কাজ করার ধরন আলাদা। দেব যেমন ছবিতে বিশ্বাস করে, সেরকম ছবি করে। জিৎ স্যারও নিজের ধরনের ছবি করেন। কিন্তু দু'জনের বিশ্বাসের জায়গাটা খুব স্ট্রং। দু'জনেই কিন্তু খুব ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড মানুষ, তাই জিৎ স্যারের সঙ্গে আমার বন্ডিং খুব ভাল কারণ আমিও তেমনই মানুষ। আমার ফিল্ম সেটের সবচেয়ে ভাল অভিজ্ঞতা জিৎ স্যারের সেটেই। সেটা 'সুইটজ়ারল্যান্ড' হোক বা 'বুমেরাং'। ধরুন 'বুমেরাং'-এ কোনও সিনে আমার অভিনয় ভাল হয়নি। জিৎ স্যার, সকলের সামনে বললেন, এই আর একটা টেক নাও, আমার এক্সপ্রেশনটা ভাল হয়নি। কিন্তু আড়ালে

> জ্যোতিষীও বলতে পারেন না জন্ম, মৃত্যু, বিয়ের কথা। আমি কী করে বলব! যার যা বলার বলুক, কিন্তু এর উত্তর আমার কাছে সত্যিই নেই।

আমাকে ডেকে বললেন, শোনো তোমারটা একটু ভুল হয়েছে, এবার এভাবে করো। এটা ক'জন করে? এই ছোট ছোট জিনিস আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না।

**আপনি বিদ্যুৎ জামওয়ালের সঙ্গে হিন্দি ছবি করেছেন। আপনার সঙ্গে বম্বের কানেকশন রয়েছে বলে বিনোদিনীও বম্বের প্রডিউসরের করার কথা ছিল। এখন পরিস্থিতিটা কীরকম? আপনি কি বম্বেতে কাজ করছেন?**

কত কাজ যে ছাড়লাম! যখন বিনোদিনীর শুটিং চলছে, তখন একটা অফার এসেছিল, সেটা ডেটের কারণে ছাড়তে হল। বিনোদিনীর প্রমোশনের সময় একটা ভাল প্ল্যাটফর্মের লিডের অফার এসেছিল। কিন্তু ওদের শুট ছিল দুবাই আর স্পেন মিলিয়ে, এদিকে আমি চুটিয়ে প্রমোশন করছি... ফলে সেটাও ছাড়তে হল। আমি এখনও যদি বম্বেতে যাই, দ্য রিসেপশন ইজ় গ্রেট। এত কাজ যে আমি ছেড়েছি, তার জন্য আমার কোনও রিগ্রেট নেই। কারণ বিনোদিনীর জন্য সেই সময়টা দরকার ছিল।

**আপনিও যেহেতু দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্সের অংশ, আপনারা দু'জন নিশ্চয়ই কাজ নিয়ে আলোচনা করেন? আপনি বলছিলেন যে 'খাদান'-এর প্রচার মফসসলে গিয়ে করার আইডিয়াটা আপনার ছিল।**

'চ্যাম্প', 'ককপিট'-এর পর আমরা যখন 'কিশমিশ'-এর প্রচার করছিলাম, আমার বারবার মনে হচ্ছিল, আমরা ভীষণ শহরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি। মফসসল, গ্রামের দিকে পৌঁছনো দরকার। আমাদের ওখানে গিয়ে প্রচার করা দরকার। সেই আইডিয়াটা আমি দেবের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। সেটাকে ও নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেছে, যেটা দারুণ কাজ করেছে। 'টেক্কা'র ক্ষেত্রে যেরকম কনটেন্ট সেটা হয়তো গ্রামের লোককে আকর্ষণ করবে না। কিন্তু 'খাদান'-এ নাচ-গান-অ্যাকশন রয়েছে। মফসসল বা গ্রামের মানুষের কাছে প্যাকেজ করার জন্য



মা-ই তাঁর অন্যতম কাছের বন্ধু




দেবের জন্মদিনে



**ফোটো:** পিক্সেল অ্যামালগাম
**মেকআপ:** বিথিকা বেনিয়া
**হেয়ার:** মৌসুমী ছেত্রী
**স্টাইলিং:** সুমিত সিনহা
**পোশাক:** ভেদাম
**জুয়েলারি:** অভমা জুয়েলার্স

পারফেক্ট ছবি। তাই এই প্রমোশনটা কাজে দিয়েছে। আর দেবের সঙ্গে কাজ নিয়ে আলোচনাটা অফিসেই সীমাবদ্ধ। অফিসের বাইরে কাজ নিয়ে কথা হয় না।

> ধরুন 'বুমেরাং'-এ কোনও সিনে আমার অভিনয় ভাল হয়নি। জিৎ স্যর, সকলের সামনে বললেন, এই আর একটা টেক নাও, আমার এক্সপ্রেশনটা ভাল হয়নি। কিন্তু আড়ালে আমাকে ডেকে বললেন, শোনো তোমার একটু...

**দেবের সঙ্গে কম্পিটিশনের মনোভাব তৈরি হয়? 'খাদান' এত সফল হল...**

অবশ্যই! 'খাদান'-এর অনেক আগে থেকেই (হাসতে হাসতে)। ওকে সেটা বলি না। যখনই কোনও সেটে আমরা পারফর্ম করি, আমার মনের মধ্যে চলে যে ওর চেয়ে বেটার করতে হবে। 'টেক্কা'-তে যখন পারফর্ম করছিল দেব, আমার মনে হচ্ছিল 'চ্যাম্প' থেকে ওর যে গ্রাফ... ওর পারফরম্যান্স দেখে আমার একটু ভয় করছিল। যে এর উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রিঅ্যাক্ট করাও কঠিন। তবে আমিও ওকে কড়া কম্পিটিশন দিয়েছে (হাসতে হাসতে)। তবে টেকনিক্যাল জিনিস ওর কাছে শিখিও। যেমন কীভাবে লাইট নিতে হবে, কোন অ্যাঙ্গল দাঁড়াতে হবে... ওর থেকে এগুলো শিখি, ইনস্পায়ার হই। এবং শিখে ওর চেয়ে বেটার করতে হবে। যেমন দেবও কিন্তু বলেছিল, ইন্ডাস্ট্রিতে আমাকে ও কম্পিটিশন মনে করে। তার উত্তরটা আজ ওকে আপনাদের মাধ্যমে দিতে চাই। যে বিনোদিনীর জীবনে মেন্টর যদি গিরীশ ঘোষ হয়, তা হলে রুক্মিণীর জীবনে সেটা দেব। সাত বছরের কেরিয়ারে ওর কাছে অনেক কিছু শিখেছি।

**ধরুন, আপনি প্রডিউসর এবং একটি ছবির জন্য দেব এবং শুভশ্রীকে একসঙ্গে কাস্ট করা হয়, আপনি মেনে নেবেন?**

এটা খুব বোকা বোকা প্রশ্ন। আগে ওদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। এর আগেও যখন ওরা শেষবার একসঙ্গে কাজ করেছিল, তার মহরতের দিন থেকে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন করলে, এখন কেন করব না? সেই সিনেমাটা বিভিন্ন কারণে রিলিজ় করেনি, সেটা তো আমার জন্য নয়। আর আজকের দিনে যদি যেকোনও অভিনেতার কাছেই ভাল স্ক্রিপ্ট যায়, তারা কাজটা করবে।

**শেষ কয়েকমাস ধরে অনেক মহিলা শিল্পীরা বলছেন ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁদের হেনস্থার কথা। আপনিও মডেলিং করেছেন অল্পবয়স থেকে। তারপর সিনেমা করেছেন। আপনি কি এই হেনস্থা ফেস করেছেন?**

টাচ উড, আমাকে কোনওদিন এগুলো ফেস করতে হয়নি। কিন্তু এটা একটা বড় সমস্যা। মহিলারা তো শুধু ক্যামেরার সামনে কাজ করে না, পিছনেও করে। তবে আমাদের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির কেসগুলো সামনে আসে বেশি। অন্যান্য প্রফেশন লাইমলাইটে আসে না বলে সেগুলো চর্চায় আসে না। কিন্তু আজ কেন মহিলাদের প্রটেকশন দিতে হচ্ছে? ছেলেদের তো দিতে হচ্ছে না? এটা একটা সামাজিক পরিবর্তন। শিক্ষার অভাব। ছেলেকে শেখাতে হবে যে মেয়েদের কীভাবে সম্মান দিতে হবে। ছেলে নাইটক্লাবে গেলে প্রশ্ন ওঠে না। মেয়ে গেলে, তার সেফটি নিয়ে সকলে ভয়ে থাকেন। কেন? আর শহরের বাইরে গিয়ে দেখুন, এখনও পাশের গ্রামের লোক এসে মহিলাদের উপর অত্যাচার করে চলে যায়, কেউ আটকাতে পারে না।

**শেষ প্রশ্নটা আমার এবং আপনাদের দর্শকদেরও। আপনি আর দেব কবে বিয়ে করছেন?**

জ্যোতিষীও বলতে পারেন না জন্ম, মৃত্যু, বিয়ের কথা। আমি কী করে বলব! যার যা বলার বলুক, কিন্তু এর উত্তর আমার কাছে সত্যিই নেই।

**শুটিং সহায়তা:** অংশুমিত্রা দত্ত

শীত চলে গিয়ে গরম পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সেলেব্রিটিদের ব্যস্ততার অন্ত নেই। পার্টি থেকে প্রিমিয়ার... সর্বত্র তাঁরা উপস্থিত। আর তাঁদের সঙ্গী আনন্দলোক



১



২



৩




৪

৫






৬

১ ‘কাকাবাবু’র নতুন ছবি ‘বিজয়নগরের হীরে’র শুভ মহরতে উপস্থিত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

২ প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে গিয়ে সরকারি মঞ্চে পারফর্ম করলেন ইমন চক্রবর্তী

৩ স্বামী জ্যাকি ভগনানির সঙ্গে রকুল প্রীত সিংহ

৪ নতুন সিরিজ় লঞ্চ অনুষ্ঠানে মুম্বইয়ে জ্যোতিকা এবং শবানা অজ়মী

৫ বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাস-এর নতুন অ্যালবাম লঞ্চে ব্যান্ড মেম্বারদের সঙ্গে রূপম, অমিত দত্ত ও অনুপম রায়

৬ মুম্বইয়ে ‘ছাওয়া’র প্রিমিয়ারে ক্যাটরিনা কাইফ এবং ভিকি কৌশল



৭

৮






৯

১০




৭ নিজের একক অনুষ্ঠানে রাজ বর্মন

৮ কলকাতায় একটি বিউটি পেজেন্টে অর্জুন রামপাল এবং আরবাজ় খান

**ছবিগুলো তুলেছেন**
**প্রবীর মিত্র: ৯**
**বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু: ৮**

১১





৯ ‘অমর সঙ্গী’ ছবির প্রিমিয়ারে বিক্রম-সোহিনী

১০ ‘মেরে হাজ়ব্যান্ড কী বিবি’ ছবির প্রচারে রকুল, অর্জুন, ভূমি এবং আদিত্য

১১ মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে ববি দেওল

১২ একটি অনুষ্ঠানে তনুশ্রী, নুসরত, যশ ও ঋতুপর্ণার সেলফি



## চেনা ছন্দে তাপসী

ছকভাঙা ছবিতে কাজ করেন তিনি। তবে সব ছবিতেই সমান সাবলীল অভিনেত্রী তাপসী পন্নু। আগামী দিনেও তাঁর হাতে একগুচ্ছ কাজ। এর মধ্যে অন্যতম অনুরাগ সিংহের একটি ছবি। ছবির নাম এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তবে এক সময় অনুরাগের ‘থাপ্পড়’-এর মতো ছবির হাত ধরেই তাপসীর জনপ্রিয়তা পৌঁছেছিল তুঙ্গে। এই তালিকায় রয়েছে ‘মুল্‌ক’ও। এই নিয়ে তৃতীয়বার অনুরাগ সিংহের পরিচালনায় কাজ করবেন তিনি। মূলত এটি একটি কোর্টরুম ড্রামা। তাপসীর বিপরীতে দেখা যাবে মনোজ পাওয়া, কুমুদ মিশ্র প্রমুখকে। এপ্রিল মাস থেকে শুরু হবে শুটিং। এছাড়াও তাপসীর হাতে রয়েছে ‘গান্ধারী’, ‘উও লড়কি হ্যায় কহাঁ’র মতো আরও দু’টি ছবি।

■ তাপসী পন্নু

## হলিউডে প্রথমবার

ফের পর্দায় একসঙ্গে সলমন খান এবং সঞ্জয় দত্ত। এক সময় 'ইয়ে হ্যায় জলওয়া', 'সাজন', 'চল মেরে ভাই'... একসঙ্গে বেশ কিছু ছবিতে কাজ করেছিলেন তাঁরা। এবার হলিউডের একটি সিরিজ়ে আবারও একসঙ্গে দেখা মিলবে সলমন-সঞ্জয়ের। আমেরিকার একটি থ্রিলার সিরিজ়ে ক্যামিয়ো চরিত্রে অভিনয় করবেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে সেই সিরিজ়ের শুটিং পর্ব। শুটিংয়ের জন্য সৌদি আরব গিয়েছিলেন দু'জনে। সলমনের সঙ্গে ছিল অতিরিক্ত নিরাপত্তা। তবে শুটিং শেষ হলেও, কবে মুক্তি পাবে এই সিরিজ়, তা জানা যায়নি।



■ সলমন-সঞ্জয়

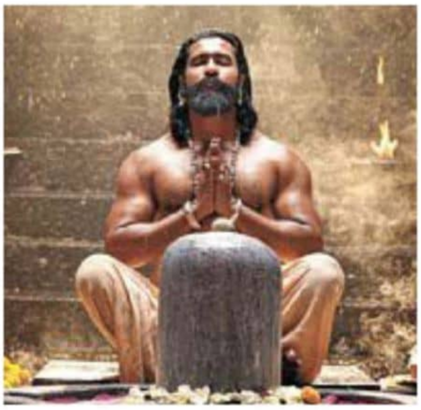
## অনন্যা-অক্ষয়ের 'কেশরী'

অমৃতসরের জালিয়ানওলাবাগ হত্যাকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে করণ সিংহ ত্যাগীর আগামী ছবি 'কেশরী টু'। এই ছবির পুরো নাম 'কেশরী চ্যাপ্টার টু- দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ জালিয়ানওয়ালাবাগ'। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন অক্ষয়কুমার। 'কেশরী'-তেও তাঁর অভিনয় দর্শকদের মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। এবার এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে থাকবেন অনন্যা পাণ্ডে। এই প্রথম একসঙ্গে অভিনয় করবেন অনন্যা-অক্ষয়। এছাড়া 'কেশরী টু'-তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে দেখা যাবে আর মাধবনকে।





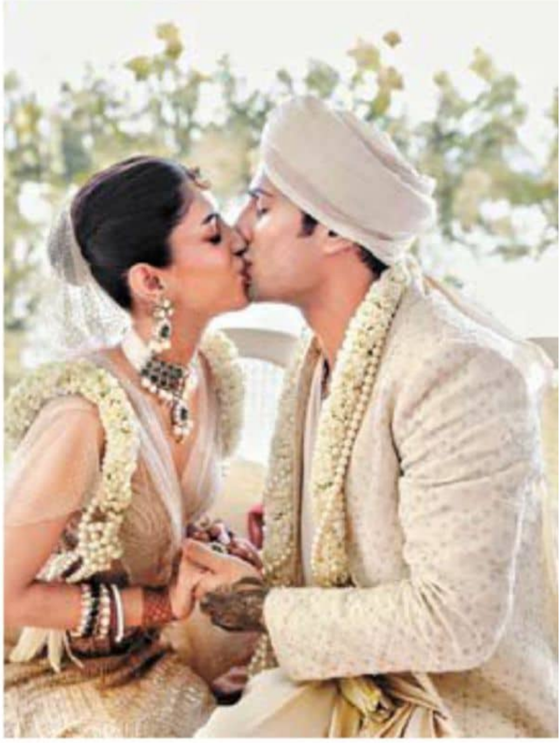
■ অনন্যা পাণ্ডে, ইনসেটে (অক্ষয়কুমার)



■ 'ছাওয়া' ছবিতে ভিকি

## 'ছাওয়া' ফিভার

ভিকি কৌশলের নতুন ছবি 'ছাওয়া'-কে ঘিরে দর্শকদের উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। পর্দায় ছত্রপতি সাম্ভজি মহারাজের রূপে ভিকিকে দেখে বিস্মিত তাঁর অনুরাগীরা। প্রায় সব প্রেক্ষাগৃহই হাউজ়ফুল। প্রথম দিনেই ৩১ কোটির ব্যবসা করেছে ছবিটি। কিন্তু 'ছাওয়া' দেখতে গিয়ে দর্শকদের কর্মকাণ্ড দেখে তাক লেগে যাওয়ার জোগাড়। যেমন নাগপুরের একটি প্রেক্ষাগৃহে এক দর্শক ভিকি কৌশলের মতো রাজকীয় বেশে ঘোড়ায় চড়ে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেছে। অনেকেই দূর থেকে তাকে ভিকি ভেবে ভুল করেছে। গুজরাতের এক তরুণ আবার জাহাঙ্গীরকে দেখে রাগে ক্ষোভে প্রেক্ষাগৃহের পর্দাই ছিঁড়ে ফেলেছে। প্রেক্ষাগৃহের কর্ণধার জানিয়েছেন, এতে তাঁদের অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে এই ছবিকে নিয়ে দর্শকদের উত্তেজনা চোখে পড়ার মতো।



■ প্রতীক-প্রিয়া

## নতুন পথচলা

দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে অভিনেতা প্রতীক বব্বর। প্রেমিকা প্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। বছর দু'য়েক আগে প্রথম বিয়েটি ভেঙে যায় প্রতীকের। তার কিছুদিন পরই প্রিয়ার কথা প্রকাশ্যে আনেন তিনি। অবশেষে প্রেম দিবসে নতুন সম্পর্কে পা রাখলেন প্রিয়া ও প্রতীক। বিয়ের সব নিয়ম মেনে কাছের মানুষদের উপস্থিতিতে বিয়ে করেন তাঁরা। মা স্মিতা পাটিলের বাড়িতেই বিয়ের আসর বসেছিল। কিন্তু বাবা বা বাবার বাড়ির কাউকেই দ্বিতীয় বিয়েতে ডাকেননি প্রতীক। ফ্রেমবন্দি করেছেন বিয়ের বেশ কিছু মুহূর্ত, যা প্রকাশ্যে আসতেই আপ্লুত অনুরাগীরা।

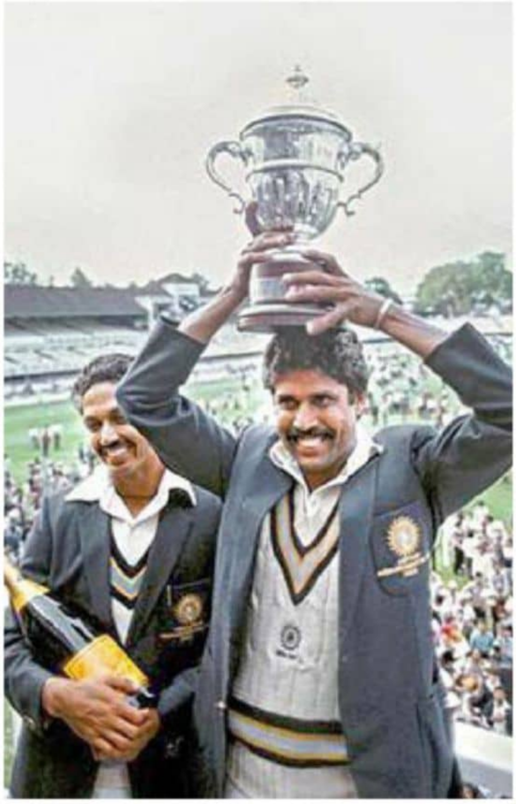

ফোটো: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু

■ কলকাতার ক্লাবে গল্ফ টুরে যোগ দিতে উপস্থিত কপিল দেব

# ভিন্ন অবতারে কপিল দেব

ক্রিকেট মাঠেই তাঁকে দেখে অভ্যস্ত সকলে। কিন্তু এখন তাঁর মনপ্রাণ পড়ে রয়েছে গল্ফে। কলকাতায় একটি গল্ফ টুরে এলেন **কপিল দেব**। সাক্ষী আসিফ সালাম

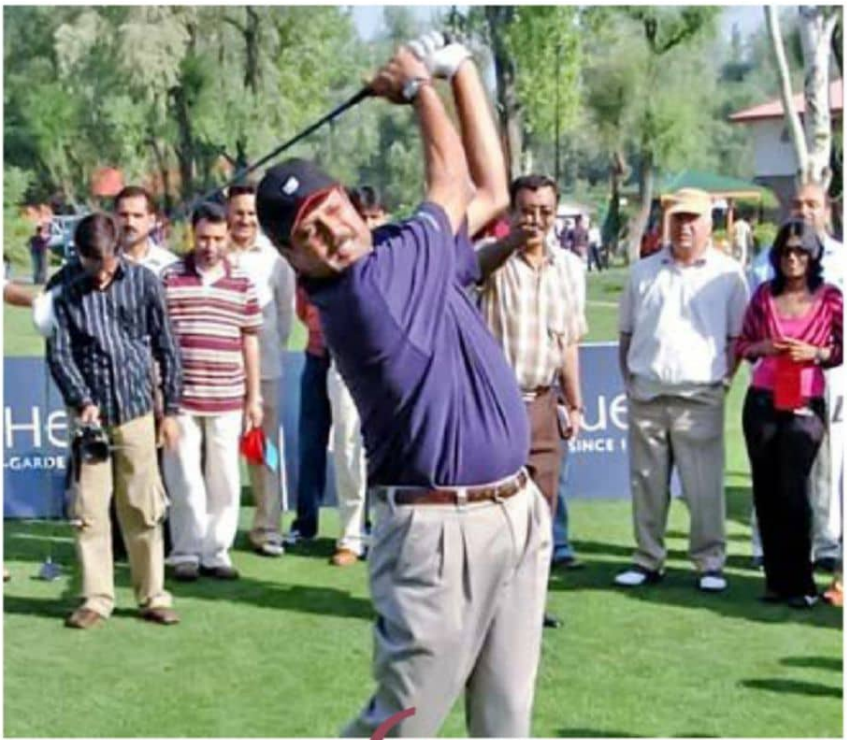
কলকাতার অভিজাত ক্লাবের লনে সেই সময় তাঁকে ঘিরে উৎসাহী ক্লাব সদস্যদের ভিড়। সকলেই একটা অটোগ্রাফ বা একটা সেলফির প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তিনি কিন্তু কাউকেই নিরাশ করেননি। বর্তমানে কপিল দেব গল্ফ টুর অফ ইন্ডিয়া-র সভাপতি। সেই সূত্রেই কলকাতার এক ক্লাবের আন্তর্জাতিক গল্ফ টুরের ফাইনাল ডে-তে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সারাদিন ধরে দেশ-বিদেশ থেকে আগত সমস্ত প্রতিযোগীর সঙ্গে গল্ফ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে দেখা গেল তাঁকে। কপিলপাজির পেপ টক যে ভবিষ্যতে তাঁদের আরও ভাল কিছু করার অনুপ্রেরণা দেবে, এটা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তিনি যতই চেষ্টা করুন, আমাদের দেশের খেলাধুলোর যা পরিকাঠামো রয়েছে তাতে গল্ফকে তো একেবারেই প্রাধান্য দেওয়া হয় না। বরং এটাকে স্রেফ এলিট



■ ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ হাতে কপিল

ক্লাসের হবি হিসেবেই প্রজেক্ট করা হয়। এই প্রসঙ্গে কথা উঠতেই কপিল সোজাসাপ্টা জানান, ‘‘গল্ফ মোটেই এলিট ক্লাসের খেলা নয়। আগে হয়তো সেভাবে এই খেলাটাকে দেখা হত, কিন্তু এখন যুগ বদলেছে। আপনি আমাদের এই টুরেই দেখুন, কত প্লেয়ার এসেছেন একেবারে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। ইন ফ্যাক্ট, সভাপতি হিসেবে আমার এটা কর্তব্য, যাতে গল্ফ সম্পর্কে মানুষের এই মিথ ভাঙে।’’ গল্ফ নিয়ে মেতে থাকলেও ক্রিকেট তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্বলতার জায়গা। তাই এখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফিতে ভারতের সম্ভাবনা কী তা নিয়ে জিজ্ঞেস করতেই উত্তেজিত হয়ে কপিল

জানান, ''আমার বাজি ভারতই। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকাও খুব ভাল টিম।'' বর্তমানে ভারতীয় দলের অন্যতম ভরসার পেস বোলার জসপ্রীত বুমরা। তবে তিনি চোটের কারণে এই টুর্নামেন্টে নেই। ''কে নেই, তাকে নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করলে হবে না। বুমরা নিঃসন্দেহে খুবই প্রতিভাবান একজন বোলার, কিন্তু বাকি যারা আছে, তারাও কিন্তু কেউ কম যায় না। শামি তো বিশ্বমানের পেস বোলার। ওর সুইং মারাত্মক। ওকে আরও বেশি ভাল লাগে কারণ অনেক ধরনের স্ট্রাগল করে আজ ও এই জায়গাটা অ্যাচিভ করেছে। প্রায় দশ কিলো ওজন কমিয়েছে, ফিটনেস বাড়িয়েছে, ব্যক্তিগত জীবনের ঝড়ঝাপ্টা সামলেছে। এছাড়া ভারতের হাতে দারুণ কিছু স্পিনার আছে। আর ব্যাটারদের কথা আলাদা করে বললাম না, কোহলি-রোহিত-শ্রেয়স-গিল সকলেই ম্যাচ উইনার।'' তাঁর সময় আইপিএল ছিল না, টি-টোয়েন্টি ছিল না। টেস্ট ক্রিকেটকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হত। তবে এই নিয়ে কোনও আফসোস নেই কপিলের মনে। তাঁর কথায়, ''টি টোয়েন্টি দেখতে ভাল লাগে, আইপিএল ইজ় আ বিগ এন্টারটেনার। কিন্তু কী করা যাবে, আমাদের সময় এগুলো ছিল না তাই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারিনি। তবে তা নিয়ে কোনও আফসোস নেই। টেস্ট ম্যাচে



■ গল্ফ স্টিক হাতে কপিল

> টি টোয়েন্টি দেখতে ভাল লাগে, আইপিএল ইজ় আ বিগ এন্টারটেনার। কিন্তু কী করা যাবে, আমাদের সময় এগুলো ছিল না তাই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারিনি। তবে তা নিয়ে কোনও আফসোস নেই।




ফোটো: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু

■ গল্ফ টুরের প্রাইজ় ডিস্ট্রিবিউশন সেরেমনিতে বাকিদের সঙ্গে কপিল

নতুন লাল বল হাতে নিয়ে ব্যাটারদের দিতে তেড়ে যাওয়ার যে কী তৃপ্তি ছিল, তা বলে বোঝানো যাবে না।'' লাঞ্চ ব্রেকে সুপ, স্যালাড এই জাতীয় খাবারই বেছে নিলেন ভারতের প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। এই বয়সেও ফিটনেস ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর তিনি। ''একজন স্পোর্টসম্যান কখনও অবসর নেয় না, এটা আমি বিশ্বাস করি। হয়তো ফিজ়িক্যালি মাঠে নেমে খেলি না, কিন্তু মানসিকভাবে সবসময় নিজেকে তরতাজা রাখতে চাই। তাই খুব জরুরি, নিজের ডায়েট ঠিক রাখা। এছাড়া আমার জন্য গল্ফ ইজ় দেয়ার যা আমাকে মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকতে খুব সাহায্য করে।'' বিকেলের বিমান ধরবেন বলে প্রস্তুতি নেওয়ার মাঝেই তাঁর দিকে শেষ প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হল। ইয়ং পেসারদের কী পরামর্শ দেবেন। এই বিষয়ে জিভ কেটে কপিল জানান, ''একবার সুনীল গাভাস্কার আমাকে বলেছিল, কেউ নিজে থেকে না চাইলে কখনও কাউকে পরামর্শ দিতে যেও না। তাই এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু বলব, যারা এখন ক্রিকেট খেলছে না, গল্ফে চলে এসো।''



■ নীল-তৃণা

# নীল-তৃণার ঝামেলা

সময়টা নাকি একেবারেই ভাল যাচ্ছে না **নীল ভট্টাচার্য** এবং **তৃণা সাহা**র। জেদাজেদি, মন কষাকষি থেকে শুরু করে অন্য নারীর প্রবেশ, সূত্র বলছে এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন। জানাচ্ছেন **আসিফ সালাম**

সাধারণত সেলেব দম্পতিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সেলেব্রিটি হলে, তাঁদের জুটিকে একটা ব্র্যান্ড হিসেবে দেখা হয়। রণবীর সিংহ-দীপিকা পাড়ুকোন থেকে রণবীর কপূর-আলিয়া ভট্ট কিংবা এখানকার রাজ-শুভশ্রী, যশ-নুসরত, দর্শনা-সৌরভ। সেই তালিকায় উজ্জ্বল আর একজন দম্পতি, নীল ভট্টাচার্য-তৃণা সাহা। তবে ইদানীংকালে ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, এই দম্পতির সময়টা নাকি একেবারেই ভাল যাচ্ছে না। সেলেব্রিটি হলে আপনাকে নিয়ে গসিপ হবেই এটা নতুন



বন্ধুদের নিয়ে বিদেশে ছুটি কাটাতে যান নীল

**সম্পর্কের প্রথম থেকেই নাকি তৃণা নীলকে নিয়ে খুব জেদ করতেন। সম্পর্কের মধ্যে সব সিদ্ধান্ত নাকি তিনি-ই নিতেন। বিয়ে কখন করবেন বা কোন ফ্ল্যাটে থাকা হবে, সব বিষয়ে তৃণার মতামতই ছিল ফাইনাল।**

কিছু নয়। তবে এটাও বলা হয় যে যা রটে তার কিছুটা তো ঘটে! বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, বেশ কয়েকমাস ধরেই নাকি নীল-তৃণার মধ্যে ঝামেলা চলছে। তাঁদের দু'জনের এক ঘনিষ্ঠের কথা অনুসারে, সম্পর্কের প্রথম থেকেই নাকি তৃণা নীলকে নিয়ে খুব জেদ করতেন। সম্পর্কের মধ্যে সব সিদ্ধান্ত নাকি তিনি-ই নিতেন। বিয়ে কখন করবেন বা পরবর্তীকালে কোন ফ্ল্যাটে থাকা হবে, সব বিষয়ে তৃণার মতামতই ছিল ফাইনাল। এও শোনা যায় যে নীলের সেই সময় বিয়ে করার খুব একটা ইচ্ছেও ছিল না। পরবর্তীকালে নীল-তৃণা একটি পোশাকের ব্র্যান্ডও লঞ্চ করেন। শোনা যায়, সেই ব্যবসাতেও সব সিদ্ধান্ত নাকি তৃণা-ই নিতেন। এর মধ্যে তৃণার সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠিত এক পরিচালকের অতিরিক্ত মাখামাখিও ভাল চোখে দেখেননি নীল। সূত্রের খবর অনুসারে, সেই নিয়েও নাকি বিস্তর ঝামেলা হয় এই দম্পতির। তবে তাঁদের জুটি হিসেবে একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে বলে প্রকাশ্যে সবসময়ই একসঙ্গে হাসিমুখে ধরা দিতেন তাঁরা। ক্যামেরার সামনে তাঁরা যে পিকচার পারফেক্ট কাপল! মাঝে বিদেশে আলাদা-আলাদা ছুটি কাটাতে যান নীল-তৃণা দু'জনেই, তাঁদের নিজেদের বন্ধুদের গ্রুপ নিয়ে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় গত এক-দু'মাসে এই দম্পতির আমূল পরিবর্তন। যে নীল-তৃণা সব অনুষ্ঠান, পার্টিতে একসঙ্গে হাতে হাত রেখে প্রবেশ করতেন, সেই নীল-তৃণা-ই এখন একা-একা অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। যেখানে নীলের দেখা পাওয়া যাচ্ছে সেখানে তৃণা নেই, আবার যেখানে তৃণা যাচ্ছেন সেখানে নীল নেই! আনন্দলোক পুরস্কার-এ নীলের নমিনেশন ছিল। তিনি সঠিক সময়েই অনুষ্ঠানে আসেন, কিন্তু সেখানে তৃণা আসবেন বলেও আসেননি। এমনকি আফটার পার্টিতেও না। এরপর এক বাংলা খবরের চ্যানেলের অনুষ্ঠানে তৃণাকে দেখা গেলেও সেখানে নীলের পাত্তা মেলে না। আর এক বাংলা বিনোদন চ্যানেলের অ্যাওয়ার্ড শো-তে নীল থাকলেও তৃণাকে দেখা যায় না। আর কয়েকদিন আগে একটি নতুন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল লঞ্চে, যেখানে নীল-তৃণার একটি মিউজ়িক ভিডিয়োও লঞ্চ করা হয়, সেখানে নীলকে দেখা গেলেও তৃণা মিসিং ছিলেন। যদিও প্রেস লিস্টে কিন্তু তৃণার নাম ছিল। এই বিষয়ে এক সূত্র মারফত জানা যায়, এখন নীল-তৃণার মধ্যে এমনই তিক্ততা চলছে যে প্রকাশ্যে ভাল থাকার নাটকটাও



নিজের বন্ধুদের সঙ্গে ভ্যাকেশনে তৃণা

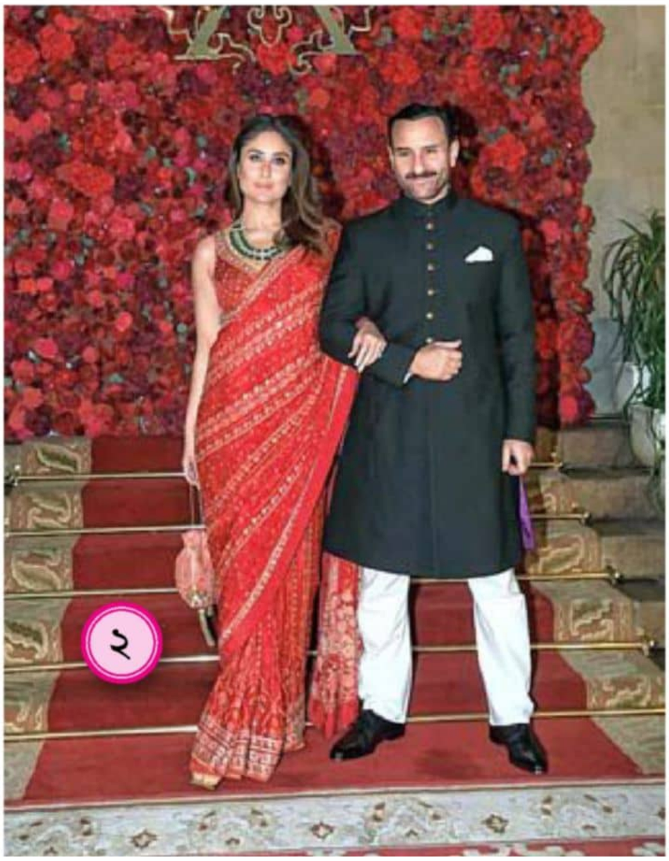
করতে পারছেন না তাঁরা। শুধুমাত্র তাই নয়, এও শোনা যাচ্ছে যে রাজ্য সরকারের এক প্রভাবশালী নেতার মেয়ের সঙ্গে নাকি প্রায়ই ঘুরতে-ফিরতে দেখা যাচ্ছে নীলকে। তবে এই নিয়ে যখন নীলকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি স্পষ্ট বলেন, "এই বিষয়টা আমি একেবারেই জানতাম না। আপনি যদি জানতে পারেন কে সেই নেতা বা তাঁর মেয়ে কে, প্লিজ় আমাকে জানাবেন।" এদিকে তৃণা পুরো খবরটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "আমার এখন সিরিয়ালের শুট চলছে। খুব ব্যস্ত শেডিউল। তাই হয়তো আমি আর নীল একসঙ্গে সব জায়গায় যেতে পারছি না।" তবে প্রশ্ন একটাই, ব্যস্ততা কি আগে ছিল না? উত্তর সময়ই দেবে, কিন্তু আনন্দলোক-এর তরফ থেকে প্রার্থনা, যাতে যদি কিছু ঝামেলা হয়েও থাকে, সেটাও যেন এই দম্পতি মেরামত করে নিতে পারে।

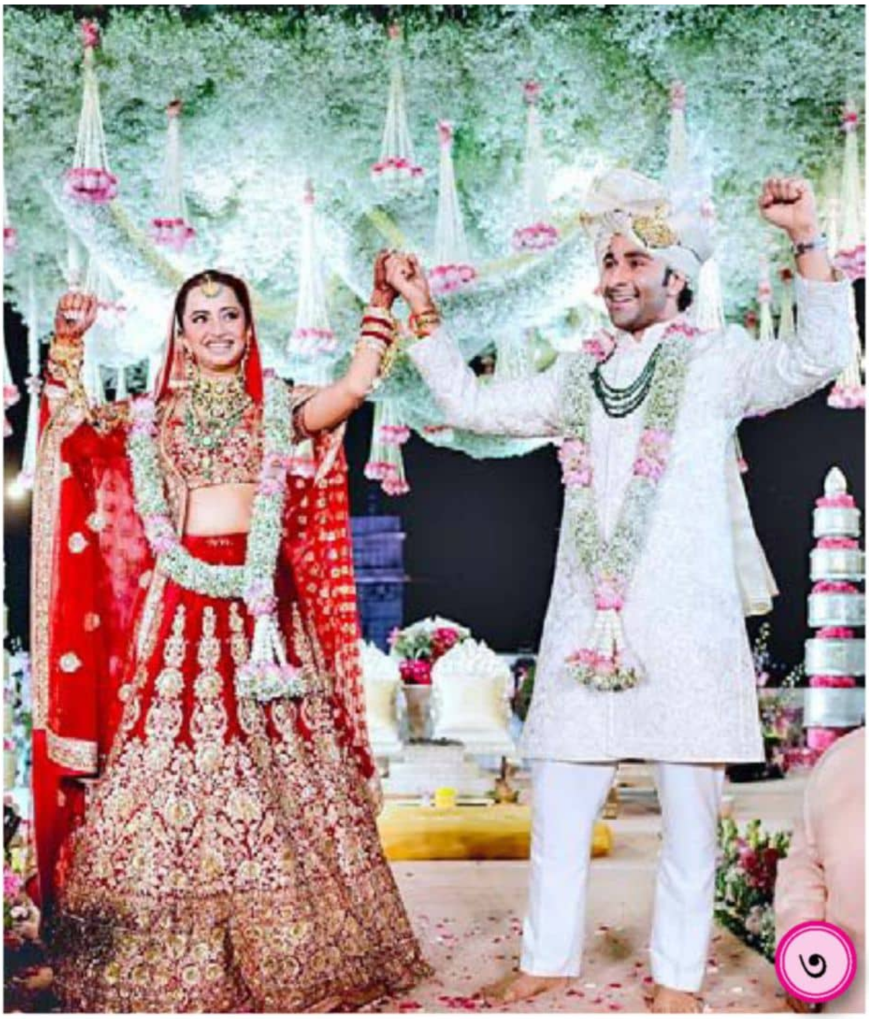



# কপূরদের রি-ইউনিয়ন

হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে সেলিব্রেটেড পরিবার, কপূর পরিবারের রি-ইউনিয়ন হল রিমা জৈনের ছেলে আদর জৈনের বিয়ে উপলক্ষে। তবে সেই বিয়েতে বিতর্কও কম নয়

রাজ কপূরের মেয়ে, রিমা জৈনের ছেলে আদর জৈন। বান্ধবী আলেখা আডবাণীর সঙ্গে মুম্বইতে তিনি সাতপাকে বাঁধা পড়লেন ২১ ফেব্রুয়ারি। পাঠক হয়তো মনে করতে পারবেন, আগে কপূর পরিবারের সমস্ত অনুষ্ঠানে দেখা যেত অভিনেত্রী তারা সুতারিয়াকে। কারণ তিনি ছিলেন আদরের গার্লফ্রেন্ড। তবে সে সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে বছর কয়েক হল। এই আলেখা আডবাণী আদতে সেই তারারই বেস্ট ফ্রেন্ড! তাই একদিকে যেমন আদরের বিয়ের সেলিব্রেশন জমজমাট, সোশ্যাল মিডিয়ায় আসছে, কবে কাছের লোকের কাছে প্রতারিত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তারা। বিতর্ক যাই হোক, কপূর পরিবার পরিচিত তাঁদের গ্র্যান্ড সেলিব্রেশনের জন্য। পরিবারের ভিতরে যা-ই টানাপড়েন চলুক, ক্রিসমাস হোক বা বাড়ির কোনও বিয়ে, তাঁরা পার্টি মোড অন রাখেন। ১২ জানুয়ারি গোয়ায় ফিল্মি কায়দায় দু'জনে বিয়ে করেছিলেন ক্রিশ্চান মতে। এবার হিন্দু মতে ব্যান্ড, বাজা, বারাত স্টাইলে বিয়ে করলেন। তাজমহল প্যালেস হোটেলে বসেছিল বিয়ের আসর। তিনদিন ধরে মেহেন্দি, সঙ্গীত এবং বিয়ের অনুষ্ঠান হল। উপস্থিত ছিলেন বলিউড এবং বিজ়নেস দুনিয়ার তারকারা। কিন্তু আমাদের ফোকাস কপূরদের উপর।












১. পিসি রিমা এবং ভাই অরমানের সঙ্গে রণবীরের ‘কজরারে’ নাচ

২. করিনার লাল রয়্যাল শাড়ির সঙ্গে মানানসই নবাবী বেশে উপস্থিত ছিলেন সেফ আলি খান

৩. বিয়ের পর আদর এবং আলেখার উল্লাস

৪. ঋদ্ধিমা কপূর ও তাঁর মেয়ে সমারার সঙ্গে নিতু কপূর। দিদার প্রতি সমারার ব্যবহারও ছিল শীতল

৫. শশী কপূরের দুই ছেলে করণ, কুনাল, নাতি জ়াহান এবং নাতনি শায়রা কপূর

৬. দীর্ঘদিনের তিক্ততা ভুলে স্বামী রণধীর এবং দুই মেয়ে করিশমা ও করিনার সঙ্গে ববিতা কপূর

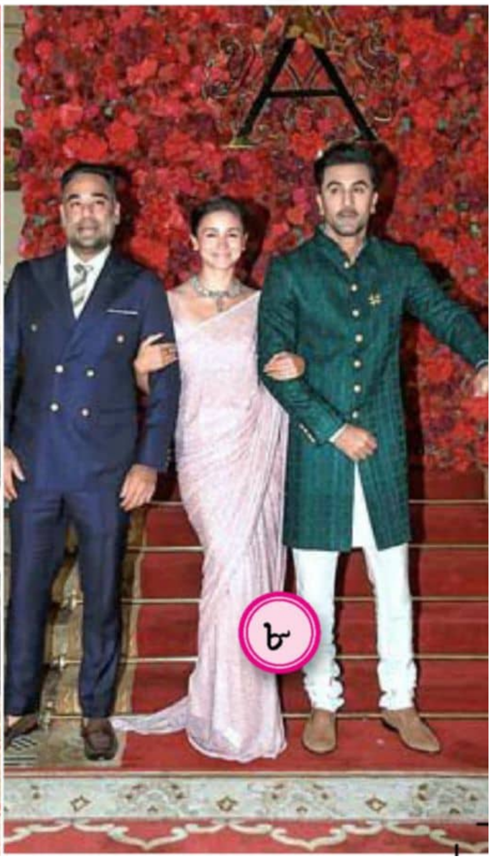
৭. মাকে হাত ধরে ডান্স ফ্লোরে নিয়ে এলেন করিশমা

৮. একদিকে ননদাই ভরত সাহনি ও একদিকে রণবীরকে সঙ্গে নিয়ে আলিয়া ভট্ট কপূর











■ তমালিকা, সিধু, রূপম ও সৃজিত

## প্রথমবার একসঙ্গে প্লেব্যাক রূপম এবং সিধুর

১২ বছর পর আসছে 'হেমলক সোসাইটি'র সিকোয়েল 'কিলবিল সোসাইটি'। আর এই ছবিতে প্রথমবার একসঙ্গে প্লেব্যাক করলেন রূপম ইসলাম এবং সিদ্ধার্থ রায় ওরফে সিধু। 'ফসিলস' ও 'ক্যাকটাস'-এর ফ্যানদের দ্বৈরথ সর্বজনবিদিত। সেই রেশ খানিক রূপম এবং সিধুর জীবনেও পড়েছে। সেখান থেকে একসঙ্গে প্লেব্যাক করিয়ে একটু কলার তুলতেই পারেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। গানের নাম 'রেফারির বাঁশি'। এই গানের কথা সৃজিতের, সুর দিয়েছেন তমালিকা গোলদার। রূপম জানিয়েছেন, "ওঁর প্রায় প্রতিটি ছবিতেই আমি গান গেয়ে এসেছি। সৃজিতের ছবিতে গান গাইতে আমার ভাল লাগে। ফলে সৃজিতের এই গানের প্রস্তাব ফেরাব কেন? আর সিধুর সঙ্গে আমি অনেক কাজ করেছি। বিভিন্ন ধরনের কাজ। 'ফসিল্‌স' ও 'ক্যাকটাস' একসঙ্গে প্রচুর কনসার্ট-ও করেছে। সেই নস্ট্যালজিয়াটাই মনে হয় সৃজিতের ভাবনায় কাজ করেছে।" অন্যদিকে সিধু জানালেন, "এই গান হতাশা কাটিয়ে ফিরে আসার গান। শোনামাত্রই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। রূপম ও আমি একসঙ্গে বহু কনসার্টে পারফর্ম করেছি। তবে এটা ঠিক, কখনও ছবির জন্য ডুয়েট গাওয়া হয়নি। খুব আনন্দ করে কাজটা করেছি।"

## সিরাজের গান

তিনি কি আশা ভোঁসলের নাতনি জনাই ভোঁসলের সঙ্গে প্রেম করছেন? জল্পনা চারিদিকে। কিন্তু সেসব নিয়ে মুখে কুলুপ মহম্মদ সিরাজের। যদিও এবার গান গেয়ে সেই জল্পনা খানিক উস্কে দিলেন তিনি। এক ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে আশা ভোঁসলের নাতনি জনাই ভোঁসলের সঙ্গে ডুয়েট গাইছেন সিরাজ। ইনস্টাগ্রামে ভিডিয়োটি শেয়ার করেছেন জনাই। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে- 'এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে যে, আমাদের স্বপ্নকে অনুসরণ করার প্রেরণা জোগায়। তুমিই সর্বকালের সেরা।' ভিডিয়োতে জনাইয়ের নতুন মিউজিক অ্যালবাম থেকে একটি গান 'কেহনদি হ্যায়'র কিছু লাইন গাইতে দেখা যাচ্ছে দু'জনকে। আর তাতে প্রশংসায় ভেসে যাচ্ছেন সিরাজ। এত ভাল গাইতে পারেন তিনি, সেটা কেউ ভাবতে পারেনি।




■ মহম্মদ সিরাজ



■ 'সহজ পরব'-এর বিভিন্ন মুহূর্ত




## সহজ পরব-এর সাফল্য

২০১৪ সাল থেকে শুরু হয়েছিল এই স্বপ্নের সফর। বাংলার মাটির সংস্কৃতি ও শিল্পের পরিচয় ঘটাতেই লোপামুদ্রা মিত্র এবং কালিকাপ্রসাদ শুরু করেছিলেন 'সহজ পরব'-এর। মাঝে কালিকা প্রয়াত হলেও, লোপামুদ্রা তাঁর স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন এবং দেশের নানা প্রান্তের লোকশিল্পীদের এক ছাদের নীচে নিয়ে আরও প্রসার ঘটিয়ে চলেছেন 'সহজ পরব'-এর। সদ্য, ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল 'সহজ পরব'। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে বাংলার বর্ষীয়ান শিল্পী কানাই দাস বাউলকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। বিশেষ বিভাগ হিসেবে ছিল উস্তাদ জ়াকির হুসেনের স্মৃতিতে 'ইয়াদোঁ কা সফর'। এই বিভাগে ছিলেন জ়াকির হুসেনের ভাই ও তাঁর দীর্ঘ দিনের সহশিল্পী উস্তাদ ফজ়ল কুরেশি, উস্তাদ তৌফিক কুরেশি, পণ্ডিত যোগেশ শামসি, সাবির খান ও সূত্রধর পণ্ডিত তন্ময় বোস। দ্বিতীয় দিন ছিলেন অর্জুন খ্যাপা, স্বপন অধিকারী, নূর আলম, আমানত ফকির। গুজরাটের সিদি গোমা। আফ্রিকান সুরের রেশ পাওয়া গেল তাঁর সঙ্গীতে। এর পর মধ্যপ্রদেশের মুনাওয়ার মাসুমের কণ্ঠে কাওয়ালি শোনা গেল। সবশেষে হরিনাম সংকীর্তন দিয়ে এ বছরের মতো সমাপ্তি হল 'সহজ পরব'-এর। অনুষ্ঠান সম্পর্কে লোপামুদ্রা বলেন, "কালিকাপ্রসাদের স্বপ্ন আমরা সার্থক করার চেষ্টা করছি। 'সহজ পরব' নামটাই বলে দিচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে সবটাই সহজাত।"

## বারবার বিলম্ব

কলম্বিয়ায় বহুদিন ধরে ঠিক ছিল শাকিরা একটি কনসার্ট করবেন। সেই অনুযায়ী তারিখ ঠিক করে, ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিক থেকেই টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে পেটের সমস্যার জন্য শাকিরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় সেই শো যায় পিছিয়ে। তারপর ঠিক করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শো হবে। বিশালাকার স্টেজও তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আবার বিপদ! এবার প্রস্তুতির সময়েই স্টেজের ছাদের একাংশ ভেঙে পড়ল। স্থানীয় এক মেরামতি কোম্পানি কাজটি করছিল। তাতে শাকিরার ইভেন্ট টিম একেবারে খুশি হতে পারেনি। নিরাপত্তার কথা বলে শো আবার পিছিয়ে দিয়েছে তারা। শাকিরা যদিও ক্ষমা চেয়েছেন ভক্তদের কাছে। কিন্তু তাতে বিপত্তি মিটছে না। অন্যান্য স্পনসররা এবার সমস্যা শুরু করছেন।



■ শাকিরা


KLUBB10









■ রাহুল দেব বসু

## নতুন কাজে আশাবাদী

ছোটপর্দায় ফিরছেন অভিনেতা রাহুল দেব বসু। সাহানা দত্ত পরিচালিত আগামী ধারাবাহিক ‘দুগ্গামণি ও বাঘমামা’ ধারাবাহিকে জুটি বাঁধতে চলেছেন মানালি এবং রাহুল। তবে ধারাবাহিকটি খানিক শিশুকেন্দ্রিক। ধারাবাহিকের মধ্যমণি খুদে সদস্য রাধিকা। অভিনেতা বর্তমানে একই সঙ্গে মুম্বই ও কলকাতায় কাজ করছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এরকম ধারাবাহিকে রাজি হওয়া প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, “প্রথম কারণ এটা সাহানাদির প্রজেক্ট। টেলিভিশনের ইতিহাসে কিছু মানুষের নাম লেখা থাকে, যাঁর মধ্যে একজন সাহানাদি। ওঁর লেখা প্রজেক্ট বরাবরই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। আমি সব সময় স্মরণীয় কাজই করতে চাই, মানুষের মনে জায়গা করে নিতে চাই। আমার মনে হয়েছিল এই প্রজেক্টটা সেরকম একটি। তাছাড়া রাজি হওয়ার আরেকটা কারণ চরিত্রায়ণটাও আমাকে অন্যরকম ভাবে বোঝানো হয়েছে। বুঝেছিলাম, কেন ওঁরা আমাকে কাস্ট করতে চাইছে। এছাড়াও এই ধারাবাহিকের সঙ্গে অনের বড় বড় অভিনেতারা যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কাজ করলে আমি অনেক কিছু শিখতে পারব।” ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ধারাবাহিকের প্রোমো। নিজের আসন্ন কাজ নিয়ে যথেষ্ঠ আশাবাদী রাহুল।

## অন্য অভিজ্ঞতা

নিত্যনতুন ডেস্টিনেশনের খোঁজে থাকেন দেবচন্দ্রিমা। চলতি বছরের শুরুতেই সেরে ফেলেছেন বেশ কয়েকটি ট্রিপ। সম্প্রতি গিয়েছেন গোয়া। সমুদ্রতটে একের পর এক ছবি দিয়ে মন ভরিয়েছেন অনুরাগীদের। কিন্তু এ সব ছবিই খানিক দেরিতে পেয়েছেন অনুরাগীরা। তার কারণ প্রায় এক সপ্তাহ ফোন থেকে দূরে ছিলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া মারফত দেবচন্দ্রিমা জানিয়েছেন, প্রায় এক সপ্তাহ তিনি সকলের থেকে দূরে থেকে, জীবনে কী কী ঘটছে তা থেকে দূরে থেকে বর্তমান সময়ে যা যা ঘটছে তা উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। ফোনের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল না। যদিও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ফোনগুলি ধরার জন্য এক জনকে রেখে দিয়েছিলেন।

> I was without a phone for a week but kept one for emergency calls. I did this experiment to see if it's possible to live excluded from the rest of the world, which is running wild, and enjoy the present moment.



■ দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়, তাঁর করা পোস্ট (ইনসেটে)



■ তন্বী লাহা রায়

## কাজের ইঙ্গিত

অনেক দিন পর কাজে ফিরছেন অভিনেত্রী তন্বী লাহা রায়। সেরকমই ইঙ্গিতই দিয়েছেন অভিনেত্রী। শেষবার 'মিঠাই' ধারাবাহিকের নেতিবাচক চরিত্র থেকে তন্বীর জনপ্রিয়তা পৌঁছেছিল তুঙ্গে। এরপর 'আলাপ' ছবিতে দেখা যায় তন্বীকে। বর্তমানে অভিনেতা রাজদীপ গুপ্তর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন তন্বী। সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই তাঁদের আদুরে পোস্টে মন ভরে অনুরাগীদের। প্রেম দিবসে রাজদীপকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান তন্বী। ঠিক তার কিছুদিন পরেই তন্বী জানান তিনি নতুন কাজে যোগ দিতে চলেছেন। নতুন প্রজেক্ট নিয়ে বিস্তারিত কিছুই জানাননি। তবে এক পাতা স্ক্রিপ্টের ছবি দিয়ে তন্বী জানিয়েছেন, নতুন কাজ নিয়ে ফিরছেন। সকলের ভালবাসা ও আশীর্বাদও চেয়েছেন।

## বড় কাজে

ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ স্বীকৃতি মজুমদার। অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে তাঁর অনুরাগী সংখ্যা আজ নেহাতই কম নয়। 'খেলাঘর', 'মেয়েবেলা', 'আলোর কোলে'র মতো বেশ কিছু জনপ্রিয় ধারাবাহিকে পরপর কাজ করেছেন তিনি। 'রাজা রাণী রোমিও' ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে তাঁর জনপ্রিয়তা পৌঁছেছিল তুঙ্গে। সম্প্রতি গোপনে বিয়ে সেরেছেন অভিনেত্রী। নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে গোপনে রাখতেই পছন্দ করেন। তাই প্রকাশ্যে আনেনি সেই খবর। শেষবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল 'আনন্দী' ধারাবাহিকে একটি ক্যামিয়ো চরিত্রে অভিনয় করতে। এবার তাঁর জীবনে বড় অধ্যায়। টেলিভিশনের গন্ডি পেরিয়ে বড়পর্দায় পা রাখতে চলেছেন স্বীকৃতি। মৈনাক ভৌমিক পরিচালিত 'বিষণ্ণ' ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। এ ব্যাপারে এখনই বিশেষ কিছু জানাননি স্বীকৃতি।



■ স্বীকৃতি মজুমদার

## প্রাক্তনের নিশানায়

ইভেন্টে ম্যানেজার অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্কে ছিলেন অভিনেত্রী সুস্মিতা দে। বাগদান পর্ব সেরে একটি ফ্ল্যাটও কেনেন তাঁরা দু'জন। কিন্তু হঠাৎই সেই সম্পর্কে ভাঙন ধরে। রাতারাতি মুছে ফেলা হয় তাঁদের একাধিক ছবি। বর্তমানে অনস্ক্রিন প্রেমিক সাহেব ভট্টাচার্যকেই মন দিয়েছেন সুস্মিতা। পর্দায়-বাস্তবে, দু'জায়গাতেই হিট তাঁদের জুটি। কিন্তু হঠাৎ করেই সুস্মিতার পুরনো প্রেমিকের মন্তব্যে সরগরম সোশ্যাল মিডিয়া। সম্প্রতি অনির্বাণ জানিয়েছেন, তাঁর কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভদ্রতার খাতিরে সে চুপ করে আছে। চাইলেই সত্যিটা প্রকাশ্যে আনতে পারেন এবং নোংরা মুখোশটা সামনে আনতে পারেন। সকলের অনুমান, সুস্মিতা ও সাহেবের জুটি জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনির্বাণ। এবং পোস্টটি সুস্মিতার উদ্দেশ্যেই করেছেন তিনি। যদিও এ ব্যাপারে কেউই মুখ খোলেননি। কারণ শোনা যায়, ইন্ডাস্ট্রিতে শুরুর সময়ে ও খারাপ সময়ে সুস্মিতার পাশে ছিলেন একমাত্র অনির্বাণ।




■ সুস্মিতা দে, অনির্বাণের করা পোস্ট (ইনসেটে)

সুর ও কথা:

# প্রধানমন্ত্রী গানের পারমিশন দিতেন না: বাবুল সুপ্রিয়

নতুন সিঙ্গল, রাজনৈতিক কেরিয়ার, গানের জগতে সেকেন্ড ইনিংস...সব নিয়ে মুখ খুললেন বাবুল সুপ্রিয়। শুনলেন আসিফ সালাম



ফোটো: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু
লোকেশন: দ্য কার্বসাইড ক্যাফে

**প্র** আপনার নতুন রোম্যান্টিক সিঙ্গল প্রকাশিত হল—'শুধু তোমারই জন্য'। গানের ভাবনা কীভাবে এল?

সকলেকে ধন্যবাদ এমন একটি নন ফিল্ম গান ভালবাসার জন্য। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা থেকে প্রচুর মেসেজ পাচ্ছি। মুম্বইয়ের অবাঙালি বন্ধুরা বলছে, ভাষা না বুঝলেও ভাল লেগেছে। কলকাতার ডেপুটি ব্রিটিশ হাই কমিশনার বলেছেন, কন্টেম্পোরারি সাউন্ড। ভিডিয়ো দারুণ লেগেছে ওঁর। চন্দ্রবিন্দু ব্যান্ডের উপলের সঙ্গে কলেজের সময় থেকে আলাপ। তখন থেকেই আমি, উপল, অনিন্দ্য (চট্টোপাধ্যায়) কোরাস গাইতাম। কলেজ ফেস্টে যেতাম। উপলের একটি সুপ্ত গুণ আছে। বন্ধুরা অনেকেই জানেন যদিও। ও দারুণ কার্টুন আঁকে। আমি চাইতাম ওর এই প্রতিভা বিকশিত হোক, চেয়েছিলাম কোনও আর্ট গ্যালারিতে ওর কাজ যদি রাখা যায়। সেটা হয়নি। তখন ওকে বলি, একটা গান বানাব। যার মধ্যে তোর কার্টুনগুলো আসবে। আমাদের বাংলার জনপ্রিয় কিছু গানে কিছু মহিলা চরিত্র আছে, যাদের সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে গিয়েছি। আর ডি বর্মনের রুবি রায়, অনুরাধা, নচিদার নীলাঞ্জনা, অঞ্জন দত্তর বেলা বোস, শিলাজিৎদার ঝিন্টি...এই চরিত্রগুলোর কার্টুন কীভাবে আঁকা যায়, ভেবে ওর কথা মনে পড়ে। যেমন ধরুন, রুবি রায়ের বড় চুল হবে কি না, টিপ পরবে কি না...ঝিন্টিকে কেমন দেখতে হবে...উপল চরিত্রগুলোকে দারুণ ফুটিয়ে তুলেছে। গানের বিষয় হল, ছোট থেকে এতজনের প্রেমে পড়লাম কিন্তু ঘর

বাঁধলাম তোমার সঙ্গে, শুধু তোমার সঙ্গেই প্রেম করলাম। এই মেয়েটি হল আমার ঘরণী। খুব কষ্ট করে আমার স্ত্রীকে রাজি করাই ভিডিয়োতে ফিচার করার জন্য। উপলকে প্রথমবার আমি কোনও ভিডিয়োতে পরিচালনা করলাম। জয় সরকার ভাল কম্পোজ় করেছেন।

**প্র বাস্তবে আপনি কতটা রোম্যান্টিক?**

সে আর আমি কী করে বলি! তবে রোম্যান্স আমার সিলেবাসের মধ্যে। প্রেমহীন জীবন আমি বাঁচতে পারি না। আমি বারবার প্রেমে পড়ি। রোম্যান্স খুব এক্সাইটিং অনুভূতি আমার কাছে। প্রেম বা রোম্যান্স আমার জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রেম মানে মায়ের কাছে ভাল ছেলে হওয়াও হতে পারে। মা কোভিডে চলে গিয়েছেন, কিন্তু উনি বলতেন, আই হ্যাভ গট দ্য বেস্ট সন। সেটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় কমপ্লিমেন্ট। আমার মেয়েরা কার্টুন এঁকে বলে, আমি সেরা বাবা। একটি সাক্ষাৎকারে আমার স্ত্রী আমাকে সবচেয়ে খারাপ বয়ফ্রেন্ড বলেছিল। কিন্তু স্বামী হিসেবে ও আমাকে একশোয় একশো দিয়েছে। আই বিলিভ ইন ম্যারেজ। প্রেমহীন বিবাহিত সম্পর্ক হতে পারে না। পাঁচ-ছ'বছর পরে স্বামী স্ত্রী নাকি ভাই বোন হয়ে যায়, আমি এসব মানি না।

**প্র রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে ও পরের জীবনে কী পরিবর্তন হয়েছে?**

না, পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হতে দিলে পরিবর্তন হয়। কিছু বাঙালি লন্ডনে ছ'মাস থেকে বলে বাংলা ভুলে গিয়েছি। আবার কেউ কেউ ৪০ বছর লন্ডনে থেকেও বাংলার চর্চা করেন। রবীন্দ্রনাথ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, জীবনানন্দ দাশ তাঁদের কণ্ঠস্থ। আমাদের চেয়ে তাঁরা ভাল বাংলা বলেন। ফলে, ভুলে যেতে চাইলেই ভুলে যাওয়া যায়। বদলে যেতে চাইলেই বদলে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, এমনিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কিছু বদলায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়ে। কিন্তু আমি মন্ত্রী বলে বা বড় প্রশাসনিক পদে আছি বলেই যে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে সাক্ষাৎকার দিতে হবে, তেমনটা আমি কোনওদিন করিনি। আমি বাইক চালাই, নিজে গাড়ি চালাই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খেতে ইচ্ছে করলে খাই। এখনও কলকাতায় এয়ারপোর্টে নেমে একটু এগিয়ে বাগুইয়াটির মাছ বাজার থেকে ভেটকি কিনি।

**প্র গায়ক হিসেবে আপনার কেরিয়ার নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট আপনি?**

তৃপ্ত নই। আন্ডার ইউটিলাইজ়ড বা আন্ডার রেটেড গায়ক, এসব শব্দবন্ধ আমার ভাল লাগে না। গায়ক হিসেবে আমার যোগ্যতা ও দক্ষতার নিরিখে সেরা সময় এখন। আমি যে গানগুলো গাইছি, সেগুলো সাধারণ মানুষদের



স্ত্রীর সঙ্গে নতুন রোম্যান্টিক সিঙ্গলে



মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে

ভাল লাগছে না খারাপ লাগছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার বন্ধুবান্ধবরা যাঁরা পেশাদার সঙ্গীতশিল্পী, তাঁরা বলে আমি সেরা সময়ে রয়েছি। সেকেন্ড ইনিংস যে প্রথম ইনিংসের চেয়ে ভাল হতে পারে না, তেমনটা আমি বিশ্বাস করি না। হয়তো আমার সেরা গান এখনও আসেইনি। হয়তো তা পাঁচ বছর পরে আসবে। সেই পাঁচ বছর আমাকে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। কোনও ভাল গানের সময়ে যেন নিজের একশো শতাংশ দিতে পারি। আমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করি না, আমি ভগবানেও বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, সব সম্ভব।

**প্র আপনি মুম্বইয়ের মতো শহরে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। রাজনীতিতে এসেও নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। এই চ্যালেঞ্জগুলো কেমন ছিল?**

খুব উপভোগ করি। আমার পরিবার, শ্রোতা, নির্বাচন কেন্দ্রের মানুষ, সকলের কাছে নিজের সেরা দিতে চাই। ঝুঁকি নিতে ভালবাসি। মনে হয়, সাহস আর ধৈর্য থাকলে জীবন অনেক সহজ হয়ে যায়। মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট করেন। কে কী লিখছেন, তার উত্তর দিতে ব্যস্ত সকলে। আমার ফোনে ফেসবুক অ্যাপই নেই। ইনস্টাগ্রাম অল্প ব্যবহার করি। কিন্তু সেখানেও পারিবারিক মুহূর্ত বা মজার মুহূর্ত শেয়ার করি। সমাজমাধ্যম থেকে ভ্যালিডেশনের কী প্রয়োজন, যেখানে আপনি জানেনই যে কিছু লোক বসে আছে আপনাকে ট্রোল করতে! আমি যদি বুঝি আমার গান মানুষের ভাল লাগছে, আমার নির্বাচনী কেন্দ্রে লোকে খুশি আছেন, তাহলে বাকি কে কী বলছেন তাতে পাত্তা দিই না। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝের সময়টা লোকে কী ভাববে ভেবেই কাটিয়ে দিই আমরা। আমি এই জায়গাটা ইগনোর করি। ২৪ ঘণ্টা অনেকটা সময়। স্টেজে অনেক সময়ই আমাকে গায়ক হিসেবে ডাকার পাশাপাশি আমাকে মুখ্য

অতিথি করে প্রদীপটাও জ্বালিয়ে নেয়। আবার কোথাও উদ্বোধনে গেলে গান না শুনে ছাড়েন না। বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি-এর মতো। কেন্দ্রীয় সরকারে থাকার সময়ে ২০১৬-র পর প্রধানমন্ত্রীর মন বোধহয় বদলে গিয়েছিল। উনি আর গানের পারমিশন দিতেন না। বিদেশ টুর করতে পারতাম না গানের জন্য। আমি গাইলে বলা হত মন্ত্রী হিসেবে আমি নাকি সিরিয়াস নই! অথচ আমি আসানসোলে প্রচুর কাজ করেছি। ২০১৭ থেকেই দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২০২১-এ বিজেপি আমাকে ছেড়ে দেয়। তবে যে স্নেহের সঙ্গে দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বা অভিষেক তৃণমূলে নিয়ে এসেছেন, তাতে বোঝা যায় ওঁদের স্পিরিট দুর্দান্ত। আমি তো ওঁদেরও সমালোচনা করতাম প্রবল ভাবে একটা সময়ে! তা সত্ত্বেও ওঁরা বুঝেছিলেন আমি ভাল কাজ করি। তাই চাননি রাজনীতি থেকে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে সরে যাই। মন খুলে গাইতে দিয়েছেন দিদি। গান ভাল হলে আমার কাজও ভাল হয়।

**প্র দল বদল করার সময়ে আপনার মতাদর্শ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।**

আমি তো আরএসএস-এর লোক নই। আমি হাত তোলা পার্টি নই। আমার একটাই লক্ষ্য, মানুষের কাজ করা। দিলীপ ঘোষের সঙ্গে রোজ ঝগড়া লাগত। উনি যা বলতেন, সমর্থনই করতে পারতাম না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেই হত, ওঁর সঙ্গে সহমত নই। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর সময়ে দিদির সঙ্গে ঝালমুড়ি খেলাম বলে কত কথা শুনতে হয়েছিল। প্রশাসনে নিজের চেয়ারের মতোই সামনের মানুষগুলোকেও সম্মান করতে হবে। আমি আসানসোলে সাংসদ থাকাকালীন তৃণমূলের অনুষ্ঠানে গেয়েছি। কারণ আমার মনে হয়েছে নতুন বছরের শো, আসানসোলবাসীর আমি সাংসদ, কেন গাইব না? তখন জিতেন্দ্র তিওয়ারি মেয়র ছিলেন। উনি আমাকে বলেন, 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা' গাও। আমি বললাম ওটা কেন গাইব? 'আমার পূজার ফুল ভালবাসা' গাইলাম। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল মাঠে মারামারি হোক না। এই তো সেদিন মিয়াঁদাদ গাভাস্কারের ইন্টারভিউতে দেখলাম, ওঁরা ওঁদের রাইভালরির কথা বলেছেন। সেসব মাঠে। এই যেমন বিজেপিতে থাকার সময়ে, একদিন কল্যাণদা(বন্দ্যোপাধ্যায়) বিজেপিকে খুব গালাগাল করছেন। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। স্টেজে উঠে বললাম, আমার এখান দিয়ে যেতে দশ মিনিট লাগবে। ওই দশ মিনিট তুমি বিজেপিকে কিছু বোলো না, আমিও তোমাকে বলব না। তারপর তুমি বলো। উনিও রাজি হয়ে গেলেন। উনি আবার গাইতে বললেন। সুপ্রিয়া সুলে আমার বন্ধু। রামবিলাস পাসওয়ান আমাকে ভালবাসতেন। কনোট প্লেসে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে 'হম তুম'এর গান গেয়েছি! আমার মতাদর্শ একটাই, কাজ করা। যদি সমাজসেবা করতে চান ও মানুষ আপনাকে ভোট দিয়ে ক্ষমতা দেয়, তাহলে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার না করে সমাজ সেবা করতে পারলে ভাল। মানুষের ভাল হলে আনন্দ হয়। আনন্দ থেকেই গান আসে।



**ফোটো:** বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু
**লোকেশন:** দ্য কার্বসাইড ক্যাফে

**প্র আপনি এই দল বদল করলেন কেন?**

কাউকে আমি ইউজ় অ্যান্ড থ্রো করতে দিই না। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যদি তুমি মনে করো তুমি ভাল কাজ করতে পারবে, তাহলে পৃথিবীর কোনও শক্তি তোমাকে আটকাতে পারবে না। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো করে নিজের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। আসানসোলের মতো অত বড় জায়গায় কাজ করেও নিজের উপর বিশ্বাস জন্মায়। আমি যেহেতু কাজটা করতে পারি তাই কারওর খামখেয়ালের উপর নির্ভর করব না। আমাকে সরিয়ে দিয়ে কেউ যদি মনে করে উত্তর প্রদেশের দু'জন হাততোলা পার্টিকে নিয়ে আসবে, তাহলে আমি থাকব না। সাংসদ পদ ছেড়ে এক মাসের মধ্যে বাংলো খালি করে দিয়েছিলাম। বিজেপির অরিজিন্যাল মানুষ কতজন আছেন বলুন তো? সব তো দাগী আসামির ভিড়! যে ড্রেসিং রুমের অংশ ছিলাম, সেখানকার কথা বইরে না বলাই ভাল। তৃণমূলের কেউ আমাকে জিজ্ঞেসও করেননি। করলেও আমি বলতাম না। তৃণমূলে এসে এক বছর বসেই ছিলাম।

**প্র গানের জগতে বলিউডে কতটা রাজনীতি ফেস করেছেন?**

সকলে যেমন ফেস করেন, তার চেয়ে একটু বেশিই করেছি। একজন ক্ষমতাবান গায়ক একজন রাজনীতিবিদকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আমার অনেক গান কেটেছেন। অনেক ক্ষতি করেছেন। মেনে নিতে হয়েছে তখন। যাঁদের জন্য ভাল করবেন, তাঁরা আপনার খারাপ করবে...এটা মেনে নিতে না পারলে কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে থাকা উচিত নয়। প্রথমদিকে আমাকে জোর করে শানুদার (কুমার শানু) মতো করে গাইতে বলত। কিছু করার নেই, তখন স্ট্রাগল করতাম। তখন 'কুছ না কহো', 'ওলে ওলে', 'গজ়ব কা হ্যায় দিন' সবই গাইতে হত। গাইতে গাইতে নিজের স্টাইল প্রতিষ্ঠিত হয়।











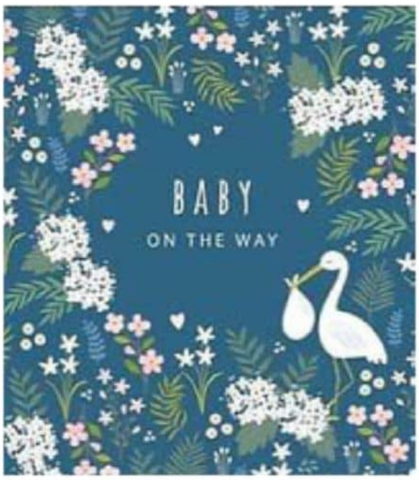
# TOLLY TAL



■ পরমব্রত-পিয়া, পিয়ার পোস্ট (ইনসেটে)

## নতুন সদস্যের অপেক্ষা

খুব শীঘ্রই পরম-পিয়ার সংসারে আসতে চলেছে নতুন সদস্য। অভিভাবক হতে চলেছেন তাঁরা। চলতি বছরেই তৃতীয় সন্তান আসবে পরমব্রত এবং পিয়ার ঘরে। প্রেমের মরশুমে অনুরাগীদের সঙ্গে সেই খবর ভাগ করে নিলেন পিয়া। পরিচয় করালেন তাঁদের অন্য দুই চারপেয়ে সন্তানদের সঙ্গে। নিনা (সারমেয়) এবং বাঘা (বিড়াল)। এদিন বাকি দু'জনের ছবিও দিয়েছেন পিয়া। আর একটি ছবির মাধ্যমে জানিয়েছেন নতুন সদস্যর কথা। প্রসঙ্গত, ২০২৩-এ রেজিস্ট্রি বিয়ে করেন তাঁরা। নিজেদের সম্পর্কের কথা গোপনে রেখেছিলেন। তবে সন্তান আগমনের খবর অভিনব উপায়ে অনুরাগীদের জানালেন পরম-পিয়া।




## কমল মিত্রকে নিয়ে বই

পর্দায় তাঁর অভিনয় বারবার দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু আদতে কেমন মানুষ ছিলেন কমল মিত্র? মঞ্চ থেকে সিনেমা হোক বা পারিবারিক জীবনবোধ... কমল মিত্রের জীবনের নানা অজানা গল্প এবার বইয়ের পাতায় তুলে আনলেন অভিনেতার কনিষ্ঠা কন্যা চন্দনা ঘোষ (মিত্র)। বইয়ের নাম 'আমার বাবা কমল মিত্র'। এই বইতে চন্দনা তাঁর বাবার একেবারে অন্য একটি রূপ তুলে এনেছেন। বলেছেন, বাবার লেখা মজার চিঠির কথা। বিদেশ ভ্রমণের কথা। নানা ছবির শুটিংয়ের নেপথ্য গল্প। পিতার স্নেহছায়ায় বড় হওয়া মেয়ের নৈর্ব্যক্তিকভাবে লেখা খুব কঠিন কাজ। চন্দনা সেটাই করেছেন। সত্যি বলতে কী, কমল মিত্রকে নিয়ে বিভিন্ন গল্প রটে। সেসব অনেকাংশেই সত্যি নয়। চন্দনা লিখেছেন, কেন তাঁর পিতা বহু জায়গায় নিন্দিত আবার কখনও নন্দিত। এই বই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন অভিনেতার জীবনের অজানা দিকে আলো ফেলার ক্ষেত্রে।



■ কমল মিত্র



■ প্রসেনজিৎ ও চন্দ্রাশিস রায়

## হাতবদল

'মিশর রহস্য', 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ও 'ইয়েতি অভিযান'-এর পর সৃজিত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন তিনি আর কাকাবাবু ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের ছবি পরিচালনা করবেন না। তাতে সকলের ধারণা হয়েছিল আর বুঝি কাকাবাবুকে পর্দায় দেখা যাবে না। তবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই এসভিএফ ঘোষণা করল নতুন ছবি। 'বিজয়নগরের হিরে'র হাত ধরে কাকাবাবু-বেশে ফের বড়পর্দায় ফিরবেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। পরিচালকের আসনে থাকছেন চন্দ্রাশিস রায়। সন্তুর চরিত্রে আরিয়ান ভৌমিকের পরিবর্তে আসছেন অর্ঘ্য বসু রায়, যিনি 'দাবাড়ু'-তে অভিনয় করেছিলেন। নতুন পরিচালক এবং টিম কাকাবাবুকে মহরতের দিন ভিডিয়ো কলে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়।




## পুজোতে দেব বনাম অঙ্কুশ

এবারের পুজোতে একে-অপরকে টক্কর দেবেন দেব এবং অঙ্কুশ। দেব আসছেন 'রঘু ডাকাত' নিয়ে এবং অঙ্কুশকে দেখা যাবে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায় পরিচালিত ছবি 'রক্তবীজ ২'-এ। প্রসঙ্গত, দু'বছর আগে দেবের 'বাঘাযতীন' আর শিবপ্রসাদ-নন্দিতার 'রক্তবীজ' ও একইদিনে মুক্তি পায়। সোশ্যাল মিডিয়াতে এমনিতেই দেব আর শিবপ্রসাদের ফ্যানদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলছিল। এবার যোগ হয়েছেন অঙ্কুশের ফ্যানরাও। 'রঘু ডাকাত'-এ দেব বাদে অভিনয় করছেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার, ইধিকা পাল। আর 'রক্তবীজ ২'-এ অঙ্কুশ বাদে দেখা যাবে আবীর চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে।



দেব ও অঙ্কুশ













ফোটো: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু

‘বাৎসরিক’এর শুটিং, ‘উত্তরাধিকার’এর লুক টেস্ট... কিন্তু একই সঙ্গে ভাবছি আমার স্কুলের সায়েন্স ল্যাব তৈরি করতে হবে, স্কুলের উপরে দুটো ঘর বানাতে হবে।

**প্র আচ্ছা আপনি তো ইন্ডাস্ট্রিতে যৌন নিগ্রহ নিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এখানেও হেমা কমিশনের মতো কিছু হোক আশা করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস, এখন ফেব্রুয়ারি। কাজ কি কিছু এগিয়েছে?**

সত্যি বলতে, টুকটাক আলোচনা ছাড়া আর কিছু ডেভেলপমেন্ট দেখিনি। আমি কয়েকবার ফলো আপ করেছি, কিন্তু সেরকম কোনও সাড়া পাইনি। কমিটি নিয়ে দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এগিয়েছেন কি না বা আদৌ এগোবেন কি না, জানি না। প্রশাসন ছাড়া এরকম কমিটি গঠন করে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। দিদির কাছ থেকে এখনও আশা আছে। উনি সময় দিয়ে পুরো বিষয়টি শুনেছিলেন। আমার আশা উনি সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি না হয়, তাহলেও আমাদের লড়াই থেমে যাবে না। অনেকেই কিন্তু ভয় পাচ্ছেন যদি মেয়েরা ওঁদের নাম বলে দেন! সবই কানে আসে। কমিটি হোক না হোক, আমাদের মেয়েদের লড়াই থামবে না।

**প্র প্রশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরকম একটি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা মাথায় এল কীভাবে?**

আমি কোনও রাজনৈতিক দল করি না। মতাদর্শের দিক থেকে, আই চুজ় টু বি এপলিটিক্যাল। আমি যখন দিদির কাছে গিয়েছিলাম, আমি ওঁকে হাত জোর করে বলিনি যে, ‘দিদি আমাকে একটু কাছে ডাকুন।’ তখন আমি পাপুয়া নিউ গিনিতে শুটিং করছিলাম। আরজি কর ঘটনায় কলকাতার চতুর্দিক তখন তোলপাড়। আমি টিভিতে দেখছিলাম, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে মিছিলে যারা হাঁটছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই রেপিটিটিভ সেক্সুয়াল অফেন্ডারস। এরা মোমবাতি জ্বালাচ্ছে, কালো পোশাক পরে অভয়ার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। আমার রাগের জায়গা থেকে একটা স্টেটাস দিই। অভিনয়ের পেশা বেছে নিয়েছি বলে কি মেনে নিতে হবে তা প্রস্টিটিউশনের সমান? অনেকেই নর্মালাইজ় করেন, ‘এটুকু তো হয়ই।’ বা ‘ও যা পোশাক পরে’... তাতে কী? আমি যা-ই পোশাক পরি না কেন, তাতে কারও আমাকে মোলেস্ট করার অধিকার কীভাবে জন্মায়? কনসেন্টের বিষয়টি মানুষের কাছে এত কঠিন কেন? ‘না’ মানে ‘না’... এটা বুঝে ওঠা এত কঠিন কেন। আমি স্টেটাসে দিদিকে বলেছিলাম, কিছু একটা করুন। যখন পোস্ট করি, অসংখ্য মানুষ লেখেন, দিদি কিছুই করবেন না। কিন্তু দিদি আমাকে নিজে ফোন করেন। জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে। উনি দেখা করতে চান। আমি বললাম, এটা আমার কোনও একটি ঘটনা নয়। ইন্ডাস্ট্রির আরও অনেক মেয়ের জন্য বলছি আমি, যাঁরা অসম্ভব এক্সপ্লয়েটেড হন সর্বক্ষণ। কলকাতা ফিরে দিদির সঙ্গে দেখা করার পর উনি আশ্বাস দেন, কিছু করা হবে। উনি রিটায়ার্ড একজন চিফ জাস্টিসকে বলেন ব্যাপারটা। আমি অনুরোধ করি, রাজনৈতিক



■ নিজের স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

দল বা ইন্ডাস্ট্রির লোক যেন না থাকেন কমিটিতে। ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র কেউ থাকতে পারেন। দিদি রাজি হন। উনি অনেকগুলো ফোন করেন। দিদি এও বলেন, ‘আমি আছি।

আমি কিছু আইন পাশ করব যাতে কিছু জিনিস বেআইনি ঘোষণা করা হবে।'

**প্র অনেকদিন আগে আপনি বলেছিলেন, এক প্রভাবশালী প্রযোজক পাবলিক প্লেসে আপনাকে স্পর্শ করেন। অনেকেই বলছেন, আপনি তখন মুখ খোলেননি, এখন এতদিন পরে খুলছেন কেন?**

দু'টি বিষয়। আমাকেও বোঝানো হয়েছিল যে প্রযোজক-পরিচালকরা একটু ওরকম হন। এতে এত রিঅ্যাক্ট করার কিছু নেই। ওই ঘটনার সময়ে গা বমি করে উঠেছিল। ইট ওয়াজ় আ বিগ নো ফর মি। স্পর্শ নয়, কেউ যদি কুমন্তব্য করেন, আমি বেরিয়ে যাব। হয়তো সকলের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা নেই, কিন্তু নিজের ডিগনিটি বজায় রেখে বেরিয়ে যাব ওখান থেকে। সেসময়ে আমি সবে টিভি থেকে সিনেমায় আসছি। কেরিয়ারের শুরুর দিক। তখন এত গলার জোর ছিল না। আমার মা, আমি কোন পরিবার থেকে আসি, আমার যোগাযোগ কীরকম এসব জেনেও এই লোকটি আমার গায়ে হাত দেওয়ার সাহস কী করে পেয়েছিলেন? কারণ উনি ভেবেছিলেন আমার একটা ছবির দরকার, ব্রেকের দরকার। আমাকে উনি বড় বড় কথা বলেন, 'তোমাকে এখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ ঠিকমতো ব্যবহার করছে না। আমি তোমাকে একদিন টপে দেখতে চাই।' 'নায়ক' সিনেমার ডায়লগটাই বলে দিলেন। এমন ভাব যেন উনি আমাকে ভালবাসেন। একটা বুড়ো ভাম এতগুলো কথা ২১-২২ বছরের মেয়েকে বলছেন, কারণ তিনি ধরেই নিয়েছেন এর মাথায় অত বুদ্ধি নেই। রঙিন একটা চিত্র আমার চোখের সামনে তুলে ধরেন। সত্যি বলতে, তখনও 'ওগো বধূ সুন্দরী'র ললিতাই আমার পরিচিতি। ঋতাভরী চক্রবর্তী হইনি। একজন মানুষ কতটা নীচ হলে অন্যের প্রয়োজনের জায়গাকে ব্যবহার করে সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়েট করতে চায়। এবার ভাবুন, যে মেয়েরা অবস্থাপন্ন ঘরের নয়, তাদের পরিস্থিতির ফায়দা কীভাবে নেয় এই লোকেরা!

**প্র এই ঘটনা মায়ের সঙ্গে শেয়ার করতে পেরেছিলেন?**

মায়ের সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি। কিছু বছর পরে শেয়ার করেছিলাম। সত্যি বলতে, বাড়ি ফেরার পরে মনে হয়েছিল আমার ভুল। আমি কেন গেলাম! উনি যখন মেসেজ করে দেখা করতে বলেন, আমার মনে হয়েছিল অফিস বা হোটেলে কেন



মুম্বইয়ে ইফতার পার্টিতে সলমন খানের সঙ্গে




আবীর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'বহুরূপী' ছবির দৃশ্যে

ডাকছেন না। পাবলিক প্লেসে আর কী-ই বা বলতে পারেন! উনি প্রথম থেকেই মেসেজ করছিলেন, আমাকে পিক আপ এবং ড্রপ করবেন। অচেনা মানুষ এগুলো বললে একটু অস্বস্তি লাগে। ঘটনার পর মনে হচ্ছিল, আমি মিটিংয়ে গিয়েছিলাম। আমি ওঁর পাশে গাড়িতে বসেছিলাম। আমাকে তো কেউ জোর করেনি! তখন এত বুঝতাম না, যে আমি যদি কারও বিছানাতেও বসে 'না' বলি, তার মানে সেটা 'না'ই। এগুলো পরে শিখেছি। প্রগ্রেসিভ পরিবারে বড় হলেও এতকিছু মেয়েদের শেখানো হয় না। আমি মানুষ নই, শুধুই শরীর...এই ভাবনা থাকা উচিত নয়।

**প্র সেই প্রযোজকের সঙ্গে এখন পার্টিতে দেখা হলে কীরকম রিঅ্যাক্ট করেন?**

চেষ্টা করি ওঁর দিকে না তাকানোর। একটা সময় অবধি ওঁকে দেখে একটু অস্বস্তি হত। গলা শুকিয়ে যেত। হি ইজ় এক্সট্রিমলি অডাশিয়াস। কিন্তু এখন অ্যাভোয়েড করতে শিখে গিয়েছি।



■ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি শুভমন গিলের

# চ্যাম্পিয়ন হবে ভারত?

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে হেলায় হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির যাত্রা শুরু করল ভারত। ফর্মে ফিরলেন বিরাট-রোহিত-শুভমন। ট্রোফি জয় হবে কি?

এই লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে, তখন চ্যাম্পিয়নস ট্রোফিতে ভারত সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। পরপর দু'টি ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে। নেহাত একপেশেভাবে। ফলে দু'টি ম্যাচ ঘিরে গোটা দেশের যাবতীয় উন্মাদনা একটু ম্রিয়মান হয়ে গেলেও, এটা বলা যায় এবার চ্যাম্পিয়নস ট্রোফি জিতে আর একটি আইসিসি ট্রোফি ঘরে তোলার আশা করতেই পারে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এমনিতেই একদিনের ক্রিকেটে গোটা দল স্বপ্নের ফর্মে খেলছে। রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার... ব্যাটিং লাইনআপের



■ টিম বন্ডিংয়ে আনন্দের আবহ




■ ফর্মে ফিরলেন বিরাট। সেঞ্চুরি করে করলেন পাক বধ




■ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৫০ রান তাড়া করে জয় অস্ট্রেলিয়ার




■ জীবনের শেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রোফিতে বিরাট-রোহিত

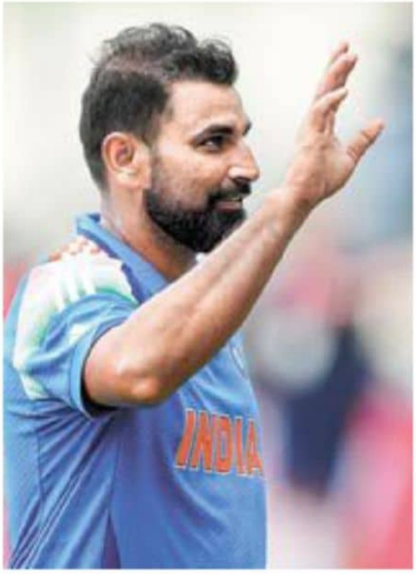
প্রথম চার পাঁচ জন জীবনের সেরা ক্রিকেট খেলছেন। শুভমন গিল তো সেই ইংল্যান্ড সিরিজ় থেকে শুরু করেছিলেন। শেষ পাঁচটি ম্যাচে দু'টি শতরান এবং দু'টি অর্ধশতরান করেছেন। রোহিত ব্যাটিং ফর্মের দুঃস্বপ্ন শেষ করে আবার সেই একদিনের বিশ্বকাপের মতো মারকাটারি ব্যাটিং শুরু করেছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরাট শতরান করে নিজের সেরা সময়ের ঝলক দেখাচ্ছেন এবং শ্রেয়সও তাই। বলতে বাধা নেই, জসপ্রীত বুমরার অনুপস্থিতি এখনও সেভাবে বোঝাই যায়নি। কারণ শামি, হর্ষিত, হার্দিক, অক্ষর,

জাদেজা ও কুলদীপরা নিজের মতো করে সামলে নিচ্ছেন। তবে হ্যাঁ, এই স্বপ্নের ফর্মে একটা দিন খারাপ গেলে কী হতে পারে, সেটা আমরা ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর ফাইনালের দিন দেখে ফেলেছি। সেই আশঙ্কা যেন সত্যি না হয়। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া যেভাবে স্টার্ক, কামিন্স ও হেজ়েলউডকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়নস ট্রোফি খেলতে এসে প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের

এই স্বপ্নের ফর্মে একটা দিন খারাপ গেলে কী হতে পারে, সেটা আমরা ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর ফাইনালের দিন দেখে ফেলেছি



■ বাংলাদেশের হৃদয় শতরান করলেন ভারতের বিরুদ্ধে




■ প্রথম ম্যাচেই শামি নিলেন পাঁচ উইকেট



■ হর্ষিত ও অক্ষরের উচ্ছ্বাস



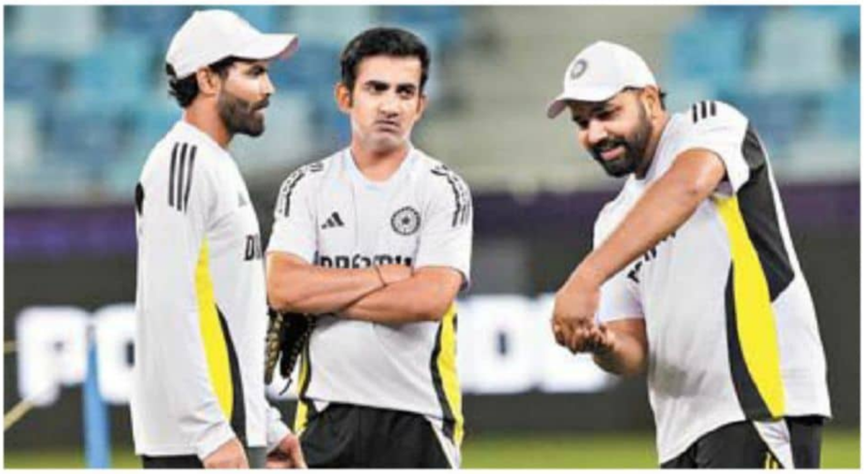
■ বিরাট ও হার্দিক একসঙ্গে



■ পাকিস্তানের ব্যাটাররা কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন



■ স্বপ্নের ফর্মে ভারতীয় দল



■ প্র্যাকটিসে জাদেজা, গম্ভীর ও রোহিত




■ অন্যদিকে নিউ জ়িল্যান্ডের জয়ের রথ ছুটছে

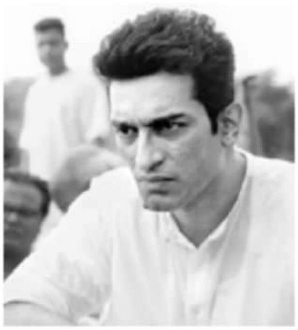



না ভারতের বিরুদ্ধে

আট নম্বর পর্যন্ত ব্যাটিং, অক্ষর, জাদেজাকে মিলিয়ে পাঁচজন স্পিনার। টিম কম্বিনেশন এমনই যে, অর্শদীপ সিংহ, ঋষভ পন্থ অবধি দলে জায়গা পাচ্ছেন না। তা নিয়ে নাকি ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন অন্দরে। কিন্তু তাতে কী। দল যে এখন ভাল খেলছে!

৩৫০ রানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে দিয়েছে, তাতে ভয় লাগা স্বাভাবিক। কারণ আইসিসি প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া মারাত্মক ফর্মে থাকে। তবে ভারতও এবার স্বপ্নের পসরা সাজিয়ে এনেছে। আট নম্বর পর্যন্ত ব্যাটিং, অক্ষর, জাদেজাকে মিলিয়ে পাঁচজন স্পিনার। টিম কম্বিনেশন এমনই যে, অর্শদীপ সিংহ, ঋষভ পন্থ অবধি দলে জায়গা পাচ্ছেন না। তা নিয়ে নাকি ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন অন্দরে। কিন্তু তাতে কী। দল যে এখন ভাল খেলছে। আর সেটা হলে তো যাবতীয় বিতর্ক ধুলোয় মিশে যায়। শুধু আশা, এই ফর্মই যেন বজায় থাকে। কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে আর একটি আইসিসি ট্রোফি নিয়ে হাসিমুখে পোডিয়ামে দাঁড়ান রোহিত-বিরাট-জাদেজা। এর চেয়ে ভাল বিজ্ঞাপন আর কী হতে পারে!











# মফ্‌ফসলের সেই গন্ধটা



■ ছোটবেলায়, সঙ্গী বাবা ও দাদা



■ পারিজাতের নতুন ধারাবাহিকের পোস্টার

সিনেমা, ওয়েব সিরিজ়, টেলিভিশন... ধীরে ধীরে অনুরাগী সংখ্যা বেড়েই চলেছে অভিনেত্রী **পারিজাত চৌধুরী**-র। এখন তিনি টেলিভিশনের পর্দায় সকলের প্রিয় 'জোনাকি'। ধারাবাহিকে অভিনয়ের পর বদলেছে তাঁর জীবন দর্শন। তবে এখনও তাঁর অভিনয়ের গুরু বাবা-মা। তাঁর মনের কথা শুনলেন

সাগরিকা চক্রবর্তী

**প্র** অভিনয়ের জার্নিটা কেমন ছিল?

আমি কখনওই পরিকল্পনা মাফিক কোনও কাজ করিনি। 'আরশিনগর' করার আগে একটা মিউজ়িক ভিডিয়োতে কাজ করেছিলাম। তারপর রিনা মাসি 'আরশিনগর'-এর জন্য অডিশন নেন এবং বলেন, "তুই এই কাজটা করবি"। পরবর্তীতে অনেকগুলো ছবিতে কাজ করি। তখন শুটিংটাকে অত সিরিয়াসলি নিতাম না। খেলার ছলে কাজ করতাম। শুটিং ফ্লোরে গিয়ে ক্রু মেম্বারদের সঙ্গে আলাপ করতাম। কিন্তু যখন অভিনয়টা নিয়ে সিরিয়াস হলাম, কাজটাকে ভালবাসতে শুরু করলাম, তখন ঠিক করলাম ভাল চরিত্র বা ভাল কাজ বেছে নিতে হবে এবার।

**প্র** 'ইন্দুবালার ভাতের হোটেল' করার পরেই তো পরিচিতি বাড়তে থাকে?

একদমই তাই

**প্র** বাবা-মায়ের এই জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই কি অভিনয় জীবনে প্রবেশ করাটা অনেক সহজ হয়েছিল?

বাবা- মা আমাকে কোনওদিনই কোনও কিছুতে জোর করেননি। কিন্তু এক দিক দিয়ে এটা ঠিকই যে, বাবা-মা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই হয়তো এটা আমার ভালবাসার জায়গা আজ। এক্ষেত্রে আমি নিজেকে খুবই লাকি মনে করি। আমি অনেক ছোট বয়স থেকেই ক্যামেরার সামনে যেতে পেরেছি। অনেক অভিজ্ঞ অভিনেতাদের সাহচর্য পেয়েছি। এরপর লড়াইটা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম। লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য যেমন আমাকে লড়াই করতে হয়নি, ঠিক সেরকম ভাবেই আমি অভিনয় না করলে আমার বাড়িতে ভাতের হাঁড়ি চড়বে না, সেটারও সম্মুখীন হতে হয়নি। সব সময় যা করেছি, তাতে একশো শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বাবা-মা ছোট থেকে একটা কথাই বলত, "তুমি যে কাজই পাও না কেন, ডোন্ট টেক ইট ফর গ্রান্টেড।"

**প্র** পড়াশোনা ও অভিনয় দুটো একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কতটা কঠিন?

খুবই কঠিন। আমি তো বরাবরই শুটিং ফ্লোরে বইপত্র নিয়ে চলে যাই। আমার প্রোডাকশন হাউজ়, সহঅভিনেতারা আমাকে এ বিষয়ে খুবই সাহায্য করেন। পড়ার জন্য একটা আলাদা ঘর দেওয়া হয়।

**প্র** প্রতিদিন সকালে লাইট-ক্যামেরা-



চেষ্টা করি।

**প্র** কলকাতায় নিজেকে কতটা মানিয়ে নিতে পেরেছেন?

পুরোপুরি মানিয়ে নিয়েছি বলতে পারব না। কলকাতাকে ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু শ্রীরামপুরের মতো নয়। সেই মফ্‌ফসলের গন্ধটা আমার খুব প্রিয়।





Svf




■ মেরিল স্ট্রিপ ও মার্টিন শর্ট

## এবং প্রেম

মেরিল স্ট্রিপ এবং তাঁর 'ওনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং' কো-স্টার মার্টিন শর্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে তাঁরা প্রেমে রয়েছেন। '৭৮ থেকে ২০১৭ অবধি ভাস্কর ডন গামারের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন কাটিয়ে মেরিল সেপারেশনে রয়েছে ছ'বছর হল। দু'জনে চুপিচুপিই সেপারেটেড হয়ে গিয়েছিলেন। মেরিলের ব্যক্তিত্বও এমন যে, মিডিয়া তাঁকে প্রশ্ন করেনি। গত বছরের গোল্ডেন গ্লোব অনুষ্ঠানে মার্টিন এবং মেরিল এক টেবিলে বসে অনেকক্ষণ আড্ডায় মেতেছিলেন, তারপর থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁরা একসঙ্গে বসেন, তাঁদের রসায়ন দারুণ, একসঙ্গে গাড়ি করে বেরিয়ে যান... মেরিলকে এত খুশি নাকি ছ'বছরে কেউ দেখেনি। এটা নিছকই বন্ধুত্ব, নাকি এই বয়সে পৌঁছে জীবনে নতুন সঙ্গী খুঁজে পেয়েছেন মেরিল, তা তো সময়ই বলবে।

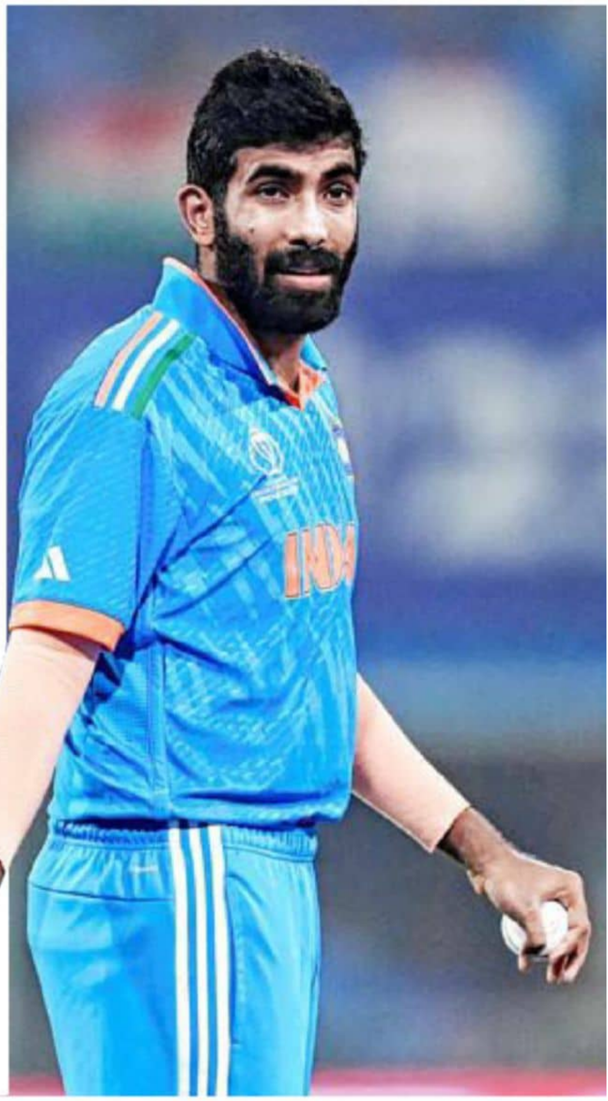
## নেশা সর্বনাশা

জাস্টিন বিবার বুঝি আবার ড্রাগের নেশা করছেন। পাপারাৎজ়ির ক্যামেরায় উঠে আসছে তাঁর এমন সব ছবি, যাতে বারবার এই কথাই হচ্ছে। চোখের তলায় কালি, বিধ্বস্ত চেহারা, কোথাও ফিট-ফাট স্ত্রী হেলি বিবারের পিছনে হুডেড জ্যাকেটে মাথা থেকে কোমর অবধি মুড়ে তিনি বেরোচ্ছেন, প্রকাশ্য রাস্তায় যৌনাঙ্গ স্পর্শ করছেন... আর জাস্টিনের ড্রাগের নেশা তো সেই ১২-১৩ বছর বয়স থেকে! হেলিই নাকি তাঁর নেশা ছাড়িয়েছিলেন! এদিকে গতবছর অগস্ট মাসে ছেলের জন্মের পর থেকে জাস্টিন নাকি আবার অবসাদে ভুগছেন এবং ফিরে গিয়েছেন ড্রাগের আশ্রয়ে। অন্তত ছবি দেখে তেমনই অনুমান করা হচ্ছে। তবে সন্তান জন্মের পর মায়ের পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনের কথা শোনা যায়। জাস্টিনের... নিন্দুকরা বলে তিনি নাকি কোনওদিন নেশা ছাড়েনইনি!



■ জাস্টিন বিবার





■ কামিন্স, স্টার্ক ও বুমরা

## চোট, ঝুঁকি ও অন্যান্য

চ্যাম্পিয়নস ট্রোফি শুরু হয়ে গিয়েছে। দেশের হয়ে খেলার সম্মানের চেয়ে বড় আর কী হতে পারে! কিন্তু ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার চার প্রথমসারির পেসারই খেলছেন না। জসপ্রীত বুমরা ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোট সারলেও, ভারতীয় বোর্ড ঝুঁকি নিতে চায়নি। কীসের ঝুঁকি, কে জানে। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার পেস ব্যাটারি কামিন্স, হ্যাজ়েলউডের চোট দেখে মিচেল স্টার্ক নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন টুর্নামেন্ট থেকে। খুব অবাক হওয়া বোধ হয় চলবে না, যদি তাঁরা আইপিএল খেলেন। কারণ ফ্র্যাঞ্চাইস ক্রিকেট কেউ ছাড়তে চান না। তখন চোট সেরে গেলেও যেতে পারে। ঝুঁকি কি তার মানে এটাই?

## এবারও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে?

গতবছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বেঙ্গল টাইগার্স। এবারও সেলেব্রিটি ক্রিকেট লিগের শুরুতেই মিলল সেই ইঙ্গিত। তিনটি ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে চলে গেল যীশু সেনগুপ্ত নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল টাইগার্স দল। তাঁর নেতৃত্বে দুর্দান্ত খেলছেন জ্যামি, রাহুল , সৌরভ, বনিরা। যে দাপট নিয়ে যীশু, জ্যামিরা ব্যাট করছেন, তাতে আশা করা যায় এবারও চ্যাম্পিয়নই হবে দল। যদি না খুব বড় কোনও অঘটন ঘটে।



■ যীশু সেনগুপ্ত, বাপ্পাদিত্য, সৌরভ ও বেঙ্গল টাইগার্সের বাকিরা


AND PREMI





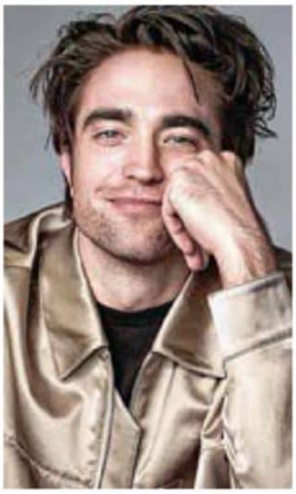




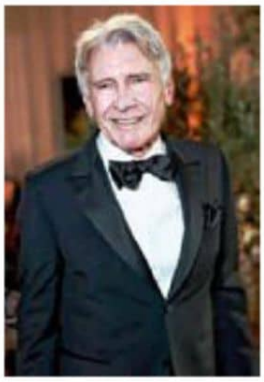
# HOLLY HO



■ ব্লেক লাইভলি। (নীচে জাস্টিন বালদোনি)



■ রবার্ট প্যাটিনসন



■ হ্যারিসন ফোর্ড

।

ছোড়াছুড়ি হওয়ার,

হোক!







## বাফটা ২০২৫

৭৮ তম ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস অ্যাওয়ার্ডসে উঠে এল কিছু চমক। সেরা ছবির পুরস্কার পেল 'দ্য কনক্লেভ'। 'অ্যানোরা' ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন তরুণ অভিনেত্রী মিকি ম্যাডিসন। সেরা অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত হলেন এড্রিয়েন ব্রডি, 'দ্য ব্রুটালিস্ট' ছবির জন্য। সেরা সহ-অভিনেত্রী হিসেবে বিজয়ী হলেন 'এমিলিয়া পেরেজ়'-এর জ়োয়ি সালদানা। সহ-অভিনেতা হিসেবে সেরা হলেন 'রিয়েল পেন' ছবি থেকে কিয়েরান কালকিন। সেরা পরিচালক বিভাগে বিজয়ী হলেন 'দ্য ব্রুটালিস্ট' ছবির পরিচালক ব্র্যাডি করবেট। ইংরেজি ভিন্ন অন্য ভাষার ছবির সেরার লড়াইয়ে ছিল ভারতের 'অল উই ইম্যাজিন অ্যাজ় লাইট' ছবিটি। তবে পায়েল কাপাডিয়ার ছবিকে পিছনে ফেলে সেরা হয় স্প্যানিশ ছবি 'এমিলিয়া পেরেজ়'।

■ বাফটা ট্রোফি হাতে এড্রিয়েন ব্রডি ও মিকি ম্যাডিসন

# জব্বর

স্কার্ট এবং জ্যাকেটের জব্বর কম্বো কেবল ইউনিফর্মে সীমাবদ্ধ নয়। ফ্যাশন-পণ্ডিতরা সেই কম্বোকে পরিণত করেছেন বিলাস-বসনে।



■ সোনম কপূর

স্কার্টের সঙ্গে ব্লেজ়ার? সে তো স্কুল ইউনিফর্ম! স্কার্টের সঙ্গে জ্যাকেট? না না, সে তো স্পোর্টসওয়্যার! টেনিস প্লেয়াররা পরে... এই মিথগুলোকে ভেঙে দিয়েছেন ফ্যাশন-পণ্ডিতরা। যে-কোনও পোশাককেই ফ্যাশনেবল করে তুলতে যাঁরা পারেন, তাঁরা স্কার্ট এবং জ্যাকেট কম্বো নিয়ে যা খুশি তাই করতেই পারেন। বিভিন্ন রকমের স্কার্টের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের ব্লেজ়ার এবং জ্যাকেট দিয়ে তাঁরা তৈরি করেছেন কম্বিনেশন, যা নিজেদের স্টাইলে ক্যারি করেছেন বলিউডের ট্রেন্ডি লেডিরা।

সোনম কপূর মেট্যালিক প্লিটেড মিডি স্কার্টের উপর পরেছেন লম্বা ঝুলের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ব্লেজ়ার। এমন লুক তিনি দিব্যি ক্যারি করতে পারেন।

মলাইকা অরোরা ডেনিমের মিনি স্কার্ট এবং ব্রালেটের উপর পরেছেন ডেনিমেরই ফিকে শেডের স্ট্রাকচারড জ্যাকেট, যা তাঁর ফিগারকে কমপ্লিমেন্ট করে।

# কম্বো



■ মলাইকা অরোরা




■ জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ়



কৃতি স্যানন



মৃণাল ঠাকুর

জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ় মেট্যালিক প্লিটেড মিডি স্কার্টের উপর সাধারণ ক্রপড টিশার্ট পরলেও, তার উপর লেয়ারিং হিসেবে পরেছেন স্পোর্টি বমার জ্যাকেট। এই লুককে ডি-কোড করা বেশ কঠিন, তবে নিঃসন্দেহে স্টেটমেন্ট লুক।

কৃতি স্যাননের পোশাকটিকে নিঃসন্দেহে কো-অর্ডস বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু বেল্ট এবং ক্রপড টপে ছক ভেঙেছেন তিনি। পাছে কেউ 'ক্লু' বলে ভুল করে!

মৃণাল ঠাকুর নীলের নানা শেডে খেলেছেন। নেভি এ-লাইন স্কার্টের উপর ব্লু শিয়ার টপ পরেছেন, স্কার্টের সঙ্গে কো-অর্ডিনেট করে সেমি ফরম্যাল জ্যাকেট চাপিয়েছেন তার উপর।

শর্বরী ওয়াঘের সলিড কফি কালার কম্বোটা দেখুন। কফি মিনি স্কার্ট, টিউব টপের উপর তিনি চাইনিজ় কলার জ্যাকেট পরেছেন। লেয়ারিং বলতে পারেন, কো-অর্ডসও বলতে পারেন তাঁর এই পোশাককে।





রণবীর আলাহাবাদিয়া

# ‘ভাল’ ছেলের দুষ্টুমি

জনপ্রিয় ইউটিউবার **রণবীর আলাহাবাদিয়া** আর জনপ্রিয় রইলেন না। তিনি এখন তাঁরই দর্শকের চোখের বালি। তবে তার চেয়েও বড় প্রশ্নের মুখে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের সেন্সরশিপ। লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**।

ইউটিউবার, পডকাস্টারদের চলতি রমরমায় উজ্জ্বলতম মুখের অন্যতম রণবীর আলাহাবাদিয়া। মিষ্টভাষী, সুদর্শন রণবীরের ‘গভীর’, ‘চিন্তাশীল’ প্রশ্ন, কথাবার্তা একটু প্রৌঢ়, বয়স্ক মানুষদের বিশেষ পছন্দ ছিল। হিন্দিতে যাকে বলে ‘সন্‌সকারী লড়কা’। ফলে তাঁর পডকাস্টে যেমন সিনেমার তারকারা অতিথি হয়ে গিয়েছেন, তেমনই রাজনীতির তারকারাও। কিন্তু সেই মা-বাবা, কাকু-কাকিমাদের মনে দাগা দিয়ে রণবীর প্রশ্ন করে বসলেন, ‘তুমি কি মা-বাবাকে সঙ্গম করতে দেখতে চাও, নাকি নিজে তাতে অংশ নিয়ে সেটা শেষ করে দিতে চাও সারাজীবনের মতো?’ হতেই পারে আপনি এই কথায় মজা খুঁজে পেলেন না, তবে তাতে হো হো করে হেসে উঠেছেন রণবীরের পাশে বসা স্ট্যান্ডআপ কমিক সময় রায়না, ইউটিউবার অপূর্বা মাখিজা। কিন্তু ‘ইন্ডিয়াজ় গট লেটেন্ট’ নামক সেই রোস্ট কমেডি শো-এর মঞ্চে এই যে ভাল ছেলে রণবীর দুষ্টু কমেন্ট করে বসলেন, তারপর শুধু নিজের ভিউয়ারদেরই নয়, রাজনীতিবিদদেরও বিরাগভাজন হয়ে গেলেন। মহারাষ্ট্র, অসমে এই তিনজন ইউটিউবারের নামে এফআইআর হয়েছে। রণবীর আলাহাবাদিয়া অধিক জনপ্রিয়, ফলে ক্ষোভ তাঁর বিরুদ্ধে বেশি। তিনি মৃত্যুর হুমকি পাচ্ছেন, ফলে মুম্বই ছেড়ে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি প্রভাবশালী পরিবারের ছেলে, ফলে প্রাক্তন চিফ জাস্টিস ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের ছেলে অভিনব চন্দ্রচূড় তাঁর হয়ে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছেন। তবে তাঁর কাছে ‘যারা হুমকি দিচ্ছে, তাদের ভাষা কি রণবীরের চেয়েও অশ্লীল?’ প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন বিচারক। রণবীর যা বলেছেন, তা অশ্লীল, অসম্মানজনক, বিকৃত, তা সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে। মামলা চলাকালীন তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখা হয়েছে, চ্যানেলও আপাতত বন্ধ। কিন্তু এর আড়ালে কী রয়েছে? ২০২৪-এর মার্চ মাস নাগাদ নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জনপ্রিয়তার কারণে ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছিলেন রণবীর। এতদিন



টিম এআইবি

সিনেমায় সেন্সরশিপ ছিল। কিন্তু ইউটিউব বা স্ট্রিমিং চ্যানেলে সেই নিয়ম চলত না। ফলে কনটেন্ট নির্মাতারা স্ট্রিমিংয়ে নিজের মতো কনটেন্ট তৈরি করতে পারতেন। অনুরাগ কশ্যপ, বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে বারবার বলেছেন, সেন্সরের ছুরির ভয় থেকে বেরিয়ে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের জন্য তাঁরা কনটেন্ট বানাতে পারেন। কিন্তু এই যে ঘটনা ঘটল, তাতে সকলের মুখে একটাই প্রশ্ন... স্ট্রিমিং চ্যানেলগুলোকে সেন্সরশিপের আওতায় আনা হোক! এমনিতে স্ট্রিমিং চ্যানেলে তো দিব্যি রগরগে ভায়োলেন্স, গালিগালাজ, যৌনদৃশ্য চালিয়ে দেওয়া যায়, যেখানে সিনেমায় সামান্য চুম্বনের দৃশ্যের দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেওয়া হয়। পাঠক জানবেন, রণবীর যে 'জোক' ক্র্যাক করেছেন, তা আদৌ তাঁর নিজস্ব নয়! সেটিও একটি ইংরেজি ইউটিউবারের কাছ থেকে টুকে দেওয়া! রণবীরের মতো 'ভাল ছেলে' ইমেজের জনপ্রিয় ইউটিউবার, তিনি হঠাৎ এমন খেলো, চুরি করা, কমেন্ট করলেন কেন? তারপর আবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে ক্ষমাও চেয়ে নিলেন! যেখানে স্ট্যান্ডআপ কমিকরা নিয়মিত 'নন-ভেজ জোক' ক্র্যাক করে পেট চালান, সেখানে হঠাৎ রণবীরের কথা নিয়ে এত শোরগোল কেন? এই যে এত সিরিজ়,



সেই বিতর্কিত মুহূর্তে রণবীর ও সময় রায়না



রোস্টের অংশ হয়ে বিপদে পড়েন অর্জুন কপূর ও রণবীর সিংহ

## যেখানে স্ট্যান্ডআপ কমিকরা নিয়মিত নন ভেজ জোক ক্র্যাক করে পেট চালান, সেখানে হঠাৎ রণবীরের কথা নিয়ে এত শোরগোল কেন? বাকি কেউ মৃত্যুর হুমকি কেন পেলেন না?

স্ট্যান্ডআপ শো-তে নিয়মিত কু-কথা, অবাধ যৌনদৃশ্য চলে, তারা তো মৃত্যুর হুমকি পাচ্ছেন না! মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের নিয়ে এত ক্ষেপে উঠছেন না তো!
এর আগে ২০১৫-তে এআইবি রোস্টে তন্ময় ভট্ট, তাঁর সহকর্মী, অর্জুন কপূর ও রণবীর সিংহের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে এফআইআর হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় স্ট্রিমিং চ্যানেলের এই রমরমা ছিল না। এই স্ট্রিমিং চ্যানেলে সেন্সরশিপ না থাকার কারণে রণবীরের মতো 'ভাল ছেলে'-ও বল্গাহীন হয়ে পড়ছেন, এই কারণ দেখিয়ে সরকার স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে সেন্সরশিপের ছুরি চালাতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে না কি? এতদিন ধরে যে ধারণা ছিল রণবীর আলাহাবাদিয়া বিজেপি ঘনিষ্ঠ, তিনি পুরস্কৃতও হয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা, সেই রণবীর কোথাও গিয়ে সরকারকে সেই রাস্তা করে দিলেন না তো?
এর আগে গত বছর রণবীরের বিয়ার বাইসেপস চ্যানেল একবার হ্যাক হয়ে গিয়েছিল। পরে সরকারের সাহায্যেই তিনি সেই চ্যানেলের কনটেন্ট ফিরে পেয়েছিলেন। নিজের রেপুটেশনের ঝুঁকি নিয়ে রণবীর তাঁর 'কৃতজ্ঞতা' জানালেন না তো?




প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন রণবীর



## মায়ানগর

**8/10**

### এ মায়া প্রপঞ্চময়

**পরিচালক**: আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত
**অভিনয়**: শ্রীলেখা মিত্র, ব্রাত্য বসু, অনির্বাণ চক্রবর্তী, সত্রাজিৎ সরকার, সায়ক রায় ও অন্যান্য

আক্ষরিক অর্থেই এ যেন এক মায়া-কাব্য রচনা করেছেন আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত! রচনা করেছেন এমন কিছু চরিত্র, যা থেকে থেকেই আয়না ধরে দর্শকের সামনে। যে মুহূর্তে মজা পাবেন পর্দায় চেনা-পরিচিত কাউকে দেখে, পরের মুহূর্তেই হয়তো চমকে উঠবেন কুৎসিত 'আমি' কে চিনতে পেরে! আসলে আদিত্য আমি বা আপনি নয়, অসাধারণ কিছু দৃশ্যকল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সমগ্র মানবমনের মায়ার জঞ্জাল। বেঁচে থাকার লড়াইয়ের নামে ছবির চরিত্রদের যেভাবে নিজেদেরই কবর খোঁড়ার কাজে লাগিয়েছেন পরিচালক, তা এক কথায় অনবদ্য।

ছবিতে এলা (শ্রীলেখা মিত্র) একটি চিটফান্ড কোম্পানির টিভি চ্যানেলে কাজ করে। টুকটাক অভিনয়ও করেছে। এক ছাদের তলায় থাকলেও, বরের (সত্রাজিৎ সরকার) সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই শীতল। সংসারের মায়া কাজল মেখেই বর মেতে থাকে কুকুর প্রতিপালনে। যে কুকুরের অনুসঙ্গ পরবর্তীতে দুরন্ত ভাবে ফিরিয়ে আনেন আদিত্য। ইনফ্যাক্ট এলা ও শিশিরের বাচ্চাটির অকালপ্রয়াণের সংবাদও পরিচালক দর্শকদের যে ভাবে জানান, তা-ও বেশ অন্যরকম।

এলার সৎ ভাই বুবু (ব্রাত্য বসু) আঁকড়ে থাকে ডুবে যাওয়া বনেদিয়ানা। আঁকড়ে থাকে ভগ্নপ্রায় বাড়ি, সাধের থিয়েটার হল। মনে মনে স্বপ্ন দেখে, আবার কোনওদিন তা জেগে উঠবে আগের মতো। এবং তা নিয়েই বিরোধ বোন এলার সঙ্গে। এলা চায়, সেখানে মাথা তুলুক বহুতল। সে বুঝে নিতে চায় নিজের প্রাপ্য। সেই সূত্রে আসে আশ্রিত রাজার (সায়ক রায়) গল্প। আসে আরও অনেক চরিত্র।

বাঙালি মননের অবলুপ্তির প্রতীক হিসেবে ছবি জুড়ে ডায়নোসরের অবয়ব ফিরে এসেছে বেশ কয়েকবার। একটি মাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের রিমিক্স ভার্শন বিভিন্ন দৃশ্যে ব্যবহার তুলে ধরে বাঙালির অধঃপতন। আবার সেই গানটির অরিজিনাল ভার্শন যখন বেজে ওঠে নেপথ্যে, পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শয়ে শয়ে রবীন্দ্রনাথের মূর্তির সঙ্গে, তখন তা এক জোরালো ধাক্কা দেয়। উনুনের আঁচে ফুলে ওঠা রুটি সরিয়ে নেওয়ার পর সেখানে ফুটে ওঠা রাজার ক্রুদ্ধ মুখ, কিংবা মশা মারার ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়া স্ক্রিনের মধ্যে থেকে এলার অভিসারে বেরোনোর দৃশ্য এবং সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই এলার বরের কুকুরের সঙ্গে মেটিং করাতে নিয়ে আসা আর একটি কুকুরের ফ্রেম ইন... এই ছবির পরতে পরতে আঁকা হয়েছে এমনই সব ক্যানভাস! এলাকে ফ্ল্যাট ছাড়ার নোটিস দিতে আসা পুলিশকর্মীর শ্যাডো বোলিংও এক নিমেষে বলে দিয়ে যায় অনেক কিছু!

এলার চরিত্রে শ্রীলেখার জীবনসদৃশ অভিনয় দেখে সত্যিই মনে হয়, ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে তাঁর অভিমান অমূলক নয়। বুবুর চরিত্রে ব্রাত্য, চিটফান্ডের মালিকের চরিত্রে অনির্বাণ চক্রবর্তী দুরন্ত, তা বলার অপেক্ষা রাখে

না। কিন্তু এলার প্রেমিক ভাস্করদার চরিত্রে অরিন্দম ঘোষ, রাজার চরিত্রে সায়কও অনবদ্য। ছোট্ট চরিত্রে লোকনাথ দে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে গিয়েছেন।
অসাধারণ ক্যামেরা করেছেন গোকন টিরিয়াকি। তাঁর সাহায্যে যে ওয়াইড অঙ্গেল ফ্রেমগুলি পরিচালক পর্দায় তুলে ধরেছেন, তা অপূর্ব। বিশেষত, থিয়েটার হলের ভিতরের দৃশ্যগুলি। মিনকোর সঙ্গীত, জোনাকি ভট্টাচার্যর প্রোডাকশন ডিজ়াইনিং, আদিত্যর সম্পাদনা...
সব মিলিয়ে এ যেন এক সত্যিই মায়ানগর! আমাদের 'আসা যাওয়ার মাঝে' এই ছবির রেশ থেকে যাবে বহুকাল।

## পরিচয় গুপ্ত

### একঘেয়েমির শিকার

4.5/10



**পরিচালনা**: রনো রাজ
**অভিনয়**: ঋত্বিক চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, জয় সেনগুপ্ত, দর্শনা বনিক, অয়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবির নাম নিয়ে বেশ ভালই মজা করেছেন পরিচালক। এটা কি কোনও চরিত্রের নাম? নাকি অপরাধীর চরিত্র রহস্যের ধোঁয়ায় মোড়া? পুরনো কলকাতার কিছু মানুষকে নিয়ে আবর্তিত হয় এই ছবির গল্প। যাঁরা বাবু কালচার থেকে বেরিয়ে খানিক আধুনিক হয়ে উঠতে চেষ্টা করছেন। এই থ্রিলারে বেশ কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছেন পরিচালক। কিন্তু সেই জটিলতা এতটাই বেশি যে, একটা সময়ের পর গুলিয়ে যেতে পারে। ছবিতে একমাত্র অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাজ ভাল। ঋত্বিক, ইন্দ্রনীল, জয়, দর্শনা... সকলেই ভাল অভিনয় করেছেন। ঋত্বিক তো অনবদ্য। কিন্তু এবার প্রশ্ন জাগে, ঋত্বিকের কি ছবি বাছতে কোথাও ভুল হচ্ছে? নয়তো চিত্রনাট্যের এত ফাঁকফোঁকর কীভাবে চোখ এড়িয়ে যায়? অহেতুক ছবির আখ্যানভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন পরিচালক। তাতে আদত কার্যসিদ্ধি হয়নি।



## বাবুসোনা

2/10

### অসহ্য বলেও কম বলা হয়

**পরিচালক**: অংশুমান প্রত্যুষ
**অভিনয়**: জিতু কমল, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ

এই প্রথম বড় পর্দায় জুটি বাঁধলেন জিতু কমল ও শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ছবি মুক্তির আগে তাঁদের জুটিকে ঘিরে চর্চা ছিল তুঙ্গে। ছবিতে তাঁদের রসায়ন একেবারেই জমল না কারণ ছবির কনটেন্ট ও প্রেজ়েন্টেশন অত্যন্ত নিম্ন মানের। এতটাই যে সেখানে জিতু বা শ্রাবন্তীর মতো দক্ষ অভিনেতাদেরও অসহ্য লাগে। গল্পে বাবু (জিতু) একজন কিডন্যাপার, আর সোনা (শ্রাবন্তী) একজন চোর। একটি আইটি কোম্পানির আড়ালে কিডন্যাপিংয়ের ব্যবসা চালায় বাবু। ছবির শুরুতেই এক সাংবাদিকের ছেলেকে কিডন্যাপ করে সে। তবে বাবুর কিডন্যাপের ধরন খানিক আলাদা। বাবুর কাছে পুলিশের ভেক ধরে টাকা চাইতে আসে পেশায় চোর সোনা। কিন্তু প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে যায় বাবু। নানা ঘটনার জেরে তাদের জীবন বারবার এক সুতোয় বাঁধা পড়তে থাকে। শেষমেশ প্রেম যে জমে ক্ষীর হবে, তা তো অবধারিত। কিন্তু এক কিডন্যাপিংয়ের অ্যাসাইনমেন্ট করতে গিয়ে বিপদে পড়ে তারা। কীভাবে উদ্ধার পায় বিপদ থেকে?

প্রেমই বা গড়ায় কতদূর? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি জানতে হয় তাহলেও এই ছবি হলে গিয়ে দেখার ঝুঁকি নেবেন না। গল্পের কোনও বাঁধন নেই। ছবি জুড়ে ভাঁড়ামো। পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষ একটি ছবি করেছিলেন ‘এসওএস কলকাতা।’ খারাপের রেটিংয়ে এই ছবি কিন্তু ‘এসওএস...’কেও ছাপিয়ে যাবে। ছবির মিউজ়িকও অত্যন্ত পুরনো ধাঁচের এবং সবমিলিয়ে এই ধরনের ছবি যে ইন্ডাস্ট্রিতে দশধাপ পিছিয়ে দেবে তা বলাই বাহুল্য।



## ছাওয়া

### অ্যাকশনে নেই ইতিহাস

5/10

**পরিচালনা:** লক্ষ্মণ উটেকর
**অভিনয়:** ভিকি কৌশল, রশ্মিকা মন্দানা, অক্ষয় খন্না, আশুতোষ রানা

ছত্রপতি শিবাজির মৃত্যু সংবাদকে ঘিরে এ ছবির শুরু। কিন্তু ‘ছাওয়া’ আসলে দ্বিতীয় ছত্রপতি সাম্ভাজিকে নিয়ে। সিনেমা জুড়ে শুধুই ইতিহাস খননের প্রচেষ্টা। যার ফলে ইতিহাসকেও বদলে ফেলার প্রচেষ্টায় কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। ‘ছাওয়া’ অর্থাৎ সিংহশাবক হিসেবে ছবিতে সাম্ভাজির গল্পকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু যারা শুধুই তাঁর সম্পর্কে জানতে এই ছবি দেখতে যাবেন, তাঁরা খানিক আশাহত হবেন। ছবিজুড়ে শুধুই যুদ্ধের দৃশ্য, মারামারি, খুনোখুনি... আর যুদ্ধের পাশাপাশি প্রতি ক্ষেত্রে জাতি-ধর্মের কথা তুলে ধরার কোনও প্রয়োজন ছিল না। প্রশংসাযোগ্য ছবির শিল্পকর্ম এবং চিত্রগ্রহণের ধরন। এক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখেননি পরিচালক। তবে এই মূল চালক ভিকি কৌশল। এই ছবির জন্য তিনি যা যা করেছেন, রাজকীয় পোশাকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যে দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে মেলে ধরেছেন তা ভাবনার অতীত। ভিকি যে ভবিষতে কাজের মাধ্যমে বলিউডে বড়সড় জায়গা করে নেবেন, এ কথা বলাই যায়। তবে ভিকির বিপরীতে রশ্মিকার অভিনয় বেশ দুর্বল এবং মেকি। সংলাপ বলার ধরনে রয়েছে একাধিক গলদ। ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে অক্ষয় খন্নার এক অন্য রূপ দেখতে পাবে সকলে। প্রশংসা করতে হয় তাঁর অনবদ্য মেকআপের, যা চরিত্রটাকে আরও খানিক প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে বেশ কিছু চরিত্র যেমন আরও কিছুটা জায়গা পেলে ভাল হত, একই রকম ভাবে কিছু চরিত্র ছিল অপ্রয়োজনীয়। তবে অভিনয় বা দৃশ্য যেমনই হোক, গল্পের কাঠামো ভাল না হলে দর্শকদের জন্য বেশ ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে।

## মেরে হাজ়ব্যান্ড কি বিবি

### মজাদার, কিন্তু একটু দীর্ঘ

6/10

**পরিচালনা:** মুদাস্‌সর আজ়িজ়
**অভিনয়:** অর্জুন কপূর, রকুল প্রীত সিংহ, ভূমি পেডনেকর, আদিত্য শীল, শক্তি কপূর

এটি আসলে একটা মজাদার ছবি, যার সংলাপগুলি খুনসুটিপূর্ণ। ছবিটি ফ্যামিলি ড্রামা হলেও, ছবির গল্প মূলত ত্রিকোণ প্রেমের। ছবিতে অর্জুন কপূরের সঙ্গে বিয়ে হয় ভূমি পেডনেকরের। বিবাহ পরবর্তী সময়ে তাঁদের জীবনে পারিবারিক নানা সমস্যার কারণে শুরু হয় দাম্পত্য কলহ। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে দুরত্বের সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের পরিণতি হয় বিচ্ছেদ। পরবর্তীকালে দেখা যায়, অর্জুন কপূর তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে যে অশান্তির বেড়াজাল, তা থেকে মুক্তি পান না। এবং সেই মানসিক অশান্তি নিয়েই দিনযাপন করেন। ঠিক সেই সময় তাঁর জীবনে আসে তাঁর কলেজের এক বান্ধবী। সেই চরিত্রে অভিনয় করেন রকুল প্রীত সিংহ। তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠলেও, হঠাৎ করেই উপস্থিত হন নায়কের প্রাক্তন স্ত্রী। এরপরই শুরু হয় ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। পরিচালক যেভাবে সিনেমায় সেই সম্পর্ক তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সিনেমায় ব্যবহৃত সংলাপ দর্শককে ধরে রাখে শেষ পর্যন্ত। আবেগঘন দৃশ্যগুলি আরও খানিক গভীর হলে ভাল হত। সকলের অভিনয়ই প্রশংসনীয়। সিনেমাটা একটু দীর্ঘ হলেও, একবার দেখার জন্য যথাযথ।





## মিসেস.
### মুহূর্তরাও দামি

8/10

**পরিচালনা**: আরতি করভ
**অভিনয়**: সানয়া মলহোত্র, নিশান্ত দহিয়া, কঁওয়ালজিৎ সিংহ

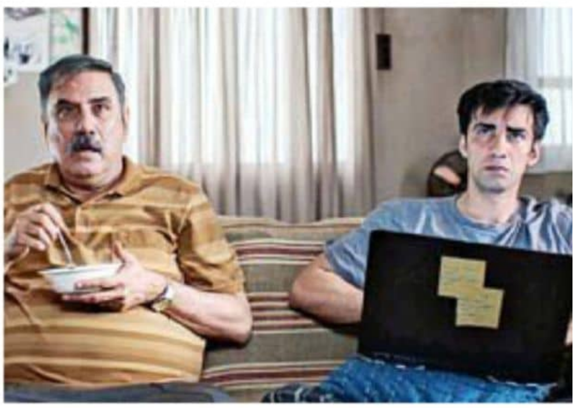
কিছু কিছু ছবির প্রতিটা মুহূর্ত মনে দাগ কেটে যায়। মুহূর্তদের কাছে ঋণী থাকতে হয়। সেরকমই একটি ছবি মিসেস। 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কিচেন' ছবিটির হিন্দি সংস্করণ মিসেস। ধীর গতিতে শুরু হওয়া এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিটি যে কতটা গভীর প্রভাব ফেলতে পারে দর্শকমনে, তা ভাবনার অতীত। উত্তর ভারতের এক পারিবারিক সাধারণ গল্প তুলে ধরে পরিবারের অন্দরে প্রতি মুহূর্তে ঘটতে থাকা অস্বাভাবিক সহ ঘটনাকে। মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে সংসারের কাজ করা, ভোর রাত থেকে উঠে রান্না করা, মিক্সার গ্রাইন্ডার থাকলেও তা ব্যবহার না করা, সকালে উঠে স্বামীর জুতো এগিয়ে দেওয়া, সর্বোপরি পি.এইচ.ডি করেও নিজেকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা না করা... এই সব কিছুই বাড়ির মহিলা বা মেয়েদের জন্য অত্যন্ত সাধারণ এবং এটাই তাদের জীবনধর্ম। মানসিক অত্যাচার যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে তার প্রতিটা দিক তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে। সংলাপ আরও এগিয়ে নিয়ে যায় ছবিটিকে। এডিটিং প্রশংসাযোগ্য। এক সময় ছবিটা দেখতে দেখতে দমবন্ধকর লাগবে সবটা। কিন্তু শেষ দৃশ্য মুক্ত খোলা হাওয়ার মতো। অত্যন্ত সাধারণ হলেও অতি অসাধারণ ছবির শেষ অংশ। সানয়া মলহোত্র এই ছবিতে একাই একশো। একটা মেয়ে কতটা ধৈর্য্যশীল হতে পারে, তা সানয়া অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাস্তবকেও ছাপিয়ে যায় তাঁর পর্দায় তাঁর অভিনয়। নিশান্ত দহিয়া দুরন্ত অভিনয় করেছেন। যথাযথ ভাবে নিজের চরিত্রটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যা দেখে রাগ হবে, ক্ষোভ হবে। যেটা এই চরিত্রটার মূল ইউএসপি। এছাড়া এই ছবির আরেক স্তম্ভ কঁওয়ালজিৎ, যিনি এক কথায় খুব ভাল অভিনেতা। ছবির ছোট ছোট কিছু দৃশ্য মন ভাল করে দেয়। যার মধ্যে অন্যতম ছবির শেষে রিচার (সানয়ায় চরিত্রের নাম) নাচের অনুষ্ঠান দেখতে আসে তাঁর ছেড়ে আসা শ্বশুরবাড়ির পরিচালিকা ও তাঁর মেয়ে। মনে শান্তি দেয় রিচার ঘুরে দাঁড়ানোর মুহূর্তগুলো।

## জটিলতার সারল্য
### মেহতা বয়েজ়

7.5/10

**পরিচালনা**: বোমন ইরানি
**অভিনয়**: বোমন ইরানি, অবিনাশ তিওয়ারি, শ্রেয়া চৌধুরী, শিখা সরুপ

বাবা-ছেলের সম্পর্ক একটু জটিল হয়। মেহতা 'বয়েজ়' নামটা আসলে তারই ইঙ্গিত করে। শিশু, না বৃদ্ধ? দুই প্রতিস্পর্ধী? অময় (অবিনাশ) এবং তাঁর বাবা শিব (বোমন) এক অদ্ভুত শীতল দূরত্বে অবস্থান করে। মুম্বইনিবাসী আর্কিটেক্ট মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে বহুবছর পর অময় যখন বাড়ি ফেরে, শিব ছেলের কাঁধে মাথা রাখে না, অময়ও বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় না। তাদের মধ্যে সেতুর মতো অময়ের দিদি অ্যানা (শিখা)। আবার কখনও অময়ের বান্ধবী জ়ারা (শ্রেয়া)। দু'জনেই এই দুই মহিলার সামনে মন খুলে রাখতে পারে, কিন্তু পরস্পরের কাছে নয়! বোমন ইরানি এই ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং পরিচালনার দায়িত্বও নিয়েছেন। তাঁর পার্সি সৌন্দর্যবোধ ছবির ছোট ছোট দৃশ্যে, মোটিফে স্পষ্ট। যে লেন্সে তিনি মুম্বই বা মফসস্‌ল নভসারিকে দেখেছেন, তাতে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি রয়েছে। অময়ের চরিত্রে অবিনাশ তিওয়ারি অপূর্ব। একদিকে বাবার কাছে যাওয়ার চেষ্টা, অন্যদিকে ড্রাইভিং সিটে বসে বাবার শিশুসুলভ ব্যবহারে মেজাজ হারানো, সবক'টি দৃশ্যে অবিনাশ নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। বাবার কাছ থেকে প্রশংসা না পাওয়া অময়ের কনফিডেন্স তলানিতে, অথচ বাবার একটি সামান্য কথায় তার মাথায় খেলে যায় চমৎকার সব ডিজ়াইন। আবার বাবাও ছেলের আর্কিটেকচারের জ্ঞান যাচাই করে বাড়ির মিস্ত্রিদের প্রশ্ন করে! বাবা-ছেলের সম্পর্ক তো এমনই! বড্ড জটিল, আবার বড্ড সরলও।






## হিসাব বরাবর

### একঘেয়ে, ধীর

**পরিচালনা**: অশ্বিনী ধির
**অভিনয়**: আর মাধবন, নীল নীতীন মুকেশ, কীর্তি কুলহারি

4/10

এত ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়েও শেষরক্ষা হল না। 'হিসাব বরাবর' এক সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর গল্প বলে। কিন্তু সেই যাত্রাপথ এতটাই ধীর, একঘেয়ে এবং উপর উপর যে, একটা সময়ের পর বিরক্তি লাগতে শুরু করে। মাধবন এখানে একজন টিকিট কালেক্টরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তিনি ব্যাঙ্কের একটি জালিয়াতির কবলে পড়ে কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতি ফাঁস করে ফেলেন। প্রেক্ষাপটটি ভালই ছিল। কিন্তু পরিচালক আখ্যান বলতে গিয়ে খুব বেশি হোমওয়ার্ক করেননি। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ছবিটি অত্যন্ত সাধারণ মানের হয়ে থেকে গিয়েছে।

## দ্য গ্রেটেস্ট রাইভ্যালরি

7/10

### আবেগময়তার রূপ

**পরিচালনা**: স্টুয়ার্ট সাগ

এ এক চিরকালীন রোম্যান্টিক গাথা। দেশভাগের পর থেকে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যাবতীয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, কাঁটাতারের সমস্যা, ধর্মীয় মেরুকরণ, রাজনীতি... সব টেনশন যেন এসে মিলেছে সেই ক্রিকেট মাঠে। এখন ভারত এবং পাকিস্তান একে অপরের বিরুদ্ধে সেভাবে ক্রিকেট খেলে না। একমাত্র আইসিসির প্রতিযোগিতা বাদে। কিন্তু এত বছর ধরে ক্রিকেট মাঠে যখনই এই দুই দেশ মুখোমুখি হয়েছে, মুহূর্তের তো কমতি হয়নি! সেই সব মুহূর্ত এবং রাজনীতির ঘেরাটোপে পড়া সব ঘটনার ঘনঘটায় তৈরি হয়েছে নেটফ্লিক্সের এই সিরিজ়। সত্যি কথা বলতে কী, এই দুই দেশের ক্রিকেট ম্যানিয়া নিয়ে যে জনহিল্লোল, সেটাই ক্রিকেটারদের ভাবনাচিন্তার মাধ্যমে বের করে আনতে চেয়েছেন পরিচালক। তাই তো এই সিরিজ়ে চরিত্র হয়ে দেখা দেন বীরেন্দ্র সেহওয়াগ এবং শোয়েব আখতার। বলেন, ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটের ম্যাচের আগে ড্রেসিংরুমের নেপথ্য গল্প এবং ম্যাচের সময়ের অজানা কথা। একইভাবে সুনীল গাভাস্কার থেকে শুরু করে জাভেদ মিঁয়াদাদ, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জবানিতেও উঠে এসেছে নানা চেনা-অচেনা কাহিনি। যারা ক্রিকেট দেখতে ভালবাসেন, বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, তাঁদের এই গল্পগুলোর অনেকটাই হয়তো চেনা লাগবে। কিন্তু এই চেনার মধ্যেই তো লুকিয়ে রয়েছে রোম্যান্স। শুধু আফসোস একটাই, ভারত-পাক ক্রিকেটের পোস্টার বয়, সচিন তেন্ডুলকরকে পাওয়া গেল না। তিনিই তো অবিসংবাদী নেতা এই দ্বৈরথের। হতে পারে এই সিরিজ় বহু আবেগময়তার জন্ম দিয়ে গেল, কিন্তু তা অপূর্ণ থাকল কিছু মানুষের অনুপস্থিতিতে।

